বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ১২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪, ডিসেম্বর ২০১৭

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

এ সংখ্যায়

- মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল
- বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ

- "টেকসই উন্নয়ন ও রোভারিং"
- বিপি'র আত্মকথা
- মার্চ মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা

- স্বদেশ বিবৃতি
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।

- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১২
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪
ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদকীয়

বিজয় ও গৌরবোজ্জ্বল মাস ডিসেম্বর। মহান মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর প্রতিটিক্ষণ আজো অবিস্মরণীয়। পাকিস্তানিদের দ্বারা দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, বঞ্চণা আর অত্যাচার-নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে। নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তি সেনারা পাকবাহিনীর পৈশাচিক নির্মমতা ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিরোধ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী পরাজিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাক হায়েনাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে স্বদেশ ভূমি, অর্জন করে বিজয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নিঃস্বার্থ ও মহান আত্মত্যাগের ফসল স্বাধীনতা অর্জন। বিজয়ের এ মাসে জাতির সেই সূর্য সন্তানদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশ স্কাউটসের কীর্তিমান, নন্দিত স্কাউটার, বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব মনযূর উল করীম এর মৃত্যুতে চারদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে। অগ্রদূত প্রকাশনা কার্য চলাকালীন ৪ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। এই মহান স্কাউট ব্যক্তিত্বের অবদান বাংলাদেশ স্কাউটস কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণ করে। তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিক প্রচেষ্টায় অগ্রদূত-এর দীর্ঘ পথচলা অত্যন্ত সহায়ক ও উন্নত হয়েছে। একজন শীর্ষ স্কাউটার ও একজন কবি-সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও নির্দেশনা অগ্রদূত-কে অগ্রগামী করেছে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। পরমকরুণাময় আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসীব করুন– আমীন।

*অগ্রদূত ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সংখ্যাটি মরহুম **স্কাউটার মনযূর উল করীম** স্মরণ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। অগ্রদূত পাঠক, লেখক ও শুভ্যানুধায়ীদের লেখা প্রেরণের অনুরোধ জানান হল।*

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

বাংলাদেশ স্কাউটস

ইনবক্স

ডিজিটাল আপডেট

নভেম্বর ২০১৭

আনন্দ শোভাযাত্রায় স্কাউট সদস্য

ইউনেস্কো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণটি ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে আসা প্রস্তাবগুলো দু বছর ধরে নানা পর্যালোচনার পর ইউনেস্কো মনোনয়ন চূড়ান্ত করে।

বিশ্ব জুড়ে যেসব তথ্যভিত্তিক ঐতিহ্য রয়েছে সেগুলোকে সংরক্ষণ এবং পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তা থেকে উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যেই এ তালিকা প্রণয়ন করে ইউনেস্কো।

ইউনেস্কো জানিয়েছে, তাদের মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড (এমওডব্লিউ) কর্মসূচির উপদেষ্টা কমিটি ৭ মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' যুক্ত করার সুপারিশ করেছে। ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর	০৩
বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ	০৪
মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল	০৫
বাংলাদেশে প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরাম	০৬
আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন 'বাংলাদেশ স্কাউটস' -বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অডিট টিম	০৭
"টেকসই উন্নয়ন ও রোভারিং"	০৮
আত্মকথা – লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১০
আসছে মার্চ মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা	১২
স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল কে. এম. আজাদউজ্জামান	১৩
স্বদেশ-বিবৃতি	১৪
বিজ্ঞান বিচিত্রা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : ভারত-ভূটান শিক্ষা সফর	২৫
খেলা-ধুলা	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
স্বাস্থ্য কথা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

এল রক্তঝরা গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের মাস ডিসেম্বর । মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯টি মাস বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের । ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর প্রতিটি ক্ষণ আজো অবিস্মরণীয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেও অসীম সাহসে লড়াই করেছে বাংলা মায়ের বীর ছেলেরা। দখলদার পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ছিনিয়ে এনেছে বিজয়, এনেছে স্বাধীনতা। ১ ডিসেম্বর বাংলার দৃশ্যপট ছিল গনগনে উত্তপ্ত। এই সময়ে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সর্বাত্মক রূপ পেয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। প্রায় সারাদেশ জুড়েই ছিল একই চিত্র। যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নির্দেশে সামরিক বাহিনীর লোকেরা পুনরায় গ্রামবাসীদের হত্যা এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার বর্বর অভিযান শুরু করে। গেরিলা সন্দেহে জিঞ্জিরার কতজন যুবককে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ের এই গ্রামটিতে অন্তত ৮৭ জনকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা হত্যা করেছে। এদের অধিকাংশই যুবক। নারী ও শিশুরাও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

'৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন চালিয়ে ঢাকায় দুজন মুসলিম লীগ কর্মীকে হত্যা করে। বাকি দুজনকে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা শেষরাতের দিকে সিলেটের শমসেরনগরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীকে নাজেহাল করে তোলে। মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণে পাকবাহিনী এই এলাকা থেকে পালাতে শুরু করে। মুক্তিবাহিনী টেংরাটিলা ও দুয়ারাবাজার মুক্ত ঘোষণা করে। মুক্তিবাহিনীর অপারেশন অব্যাহত থাকায় পাকবাহিনী এই জেলার গারা, আলিরগাঁও, পিরিজপুর থেকে তাদের বাহিনী গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এদিকে, পিপলস পার্টির ঢাকা অফিস বোমা বিস্ফোরণের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো দুমাস আগে এ অফিস উদ্বোধন করেন। রাঙ্গামাটিতে ব্যাপটিস্ট মিশনে হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলায় চার্লস আর. হাউজার নামে একজন ধর্মযাজক এবং বহু বাঙালি নিহত হন।

মহান বিজয় অর্জনের ৪৬ বছর অতিক্রান্ত করেছে বাংলাদেশ। শোক ও শ্রদ্ধায় মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণের মধ্য দিয়ে পার হবে এ বিজয়ের মাস। সম্মান জানানো হবে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও তাঁদের শৌর্যবীর্যের প্রতি।

ডিসেম্বর মাস বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর বাঙালি জাতির জীবনে নিয়ে এসেছিল এক মহান অর্জনের আনন্দ। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ। এদিন বিশ্বের বুকে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশের নামে মানচিত্র রচনা করার স্বর্ণালী ইতিহাস। পাকিস্তানিদের দ্বারা সুদীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার-নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে। তাই ডিসেম্বর যেমনি বীরত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কারান্তরিন করে হানাদার বাহিনী। শুরু হয় ইতিহাসের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। এরপরই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা প্রতিরোধ। দেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা বয়স, শ্রেণি ও পেশার নারী-পুরুষ। ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর আসে মুক্তির স্বাদ। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানিদের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সূচিত হয় বাঙালির বিজয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ এবং মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর ভেসে আসতে থাকে চারদিক থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালেও ডিসেম্বরে বিজয়ের শেষ সময়ে এসে পাকিস্তানি বাহিনী দেশকে মেধাশূন্য করতে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় মেতে ওঠে। তালিকা করে তারা একে একে হত্যা করে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের। তাই বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রতি বছরের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেও শেষ রক্ষা হয়নি হানাদারদের। শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বরেই পর্যুদস্ত হতে হয় তাদের। এরপর স্বাধীন স্বভূমে ফিরে আসে ভারতের শিবিরে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করা প্রায় কোটি নর নারী। প্রবাসী মুজিবনগর সরকারও দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

প্রতিবছর বিজয়ের মাস ডিসেম্বর এলে জাতি যেমন আনন্দে উদ্বেলিত হয়, তেমনি শোকে মুহ্যমান হয়ে স্মরণ করেন শহীদদের।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, বাংলাদেশ স্কাউটস মাসব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শহীদদের স্মরণে দোয়া ও প্রার্থনা, আলোচনা সভা, বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ

সেই ইটের ভাটাটি আর নেই। সময়ের আবর্তে শহীদদের ওপর নির্যাতনের সাক্ষী বটগাছটিও হারিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রায়েরবাজারের সেই ইটভাটা আর বটগাছটির মাঝখানটিতেই দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রেখেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা। সেই ইটভাটার আদলেই পরে গড়ে তোলা হয় রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ। বটগাছের আঙ্গিকে রোপণ করা হয় আরেকটি বৃক্ষ। নিঃশেষে প্রাণ দান করা সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রক্তচিহ্নকে স্মরণ ও ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে রাজধানীর মিরপুরে আরও একটি শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ।

রায়েরবাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমি দুটিতে শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, মুনীর চৌধুরীর মতো বাঙালি জাতির সেরা সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের সেই আত্মত্যাগকে চিরভাস্বর করে রাখতে তৈরি করা স্মৃতিসৌধ দুটিরই নকশাশৈলীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ত্যাগের মহিমা।

১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকারপ্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিরপুরের মাজার রোডের পাশে উদ্বোধন করেন প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের। বেদিতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তারপর আপামর জনসাধারণ প্রতি বছরের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে আসছে। এ দিনে স্বাধীনতাপ্রেমী জনতা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করে জাতির সেরা সন্তানদের। মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়ন করেছিলেন সে সময়ের বিশিষ্ট স্থপতি মোস্তফা হারুন কুদ্দুস, যিনি হালি ভাই নামেই ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। বেশ আগেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর ও আলশামস বাহিনী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কবি ও লেখকদের মতো অনেক সেরা বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে মিরপুরের ওই স্থানে হত্যা করে। সেসব শহীদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে তৈরি করা স্মৃতিসৌধে বেশ কয়েকটা স্তম্ভ রয়েছে। শহীদের স্মৃতিকে চিরজাগরুক রাখার জন্য দৃষ্টিনন্দন এসব স্তম্ভ বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণে প্রাচীন আমলের ঐতিহ্যবাহী লাল ইট ব্যবহার করা হয়েছে, যেটার সন্ধান পাওয়া যায় বগুড়ার মহাস্থানগড় বা কুমিল্লার ময়নামতিতে। এই লাল ইট শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শরীর থেকে ঝরা রক্তেরও স্মৃতি বহন করে।

প্রবেশের মূল ফটক দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে বিভিন্ন শহীদের কবর। চারপাশে সবুজের সমারোহ। ছোট ছোট ১৯টি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে উঠতে হয় মূল বেদিতে। সিঁড়ির সম্মুখভাগে রয়েছে তিনটি স্তম্ভ। পেছনে দুটি। মধ্যস্থানে কালো গ্রানাইটের ওপর স্থাপন করা মূল স্মৃতিফলক। শ্বেতপাথরের একাংশে খোদাই করে শহীদদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে লেখা, 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই, ওরে ভয় নাই– নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' আরেক পাশে বঙ্গবন্ধুর উদ্বোধন করার স্মৃতিসৌধের তথ্য।

ঠিক একইভাবে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বেড়িবাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে ১৪ ডিসেম্বর জাতির সেরা সন্তানদের একসঙ্গে ধরে নিয়ে সেখানে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তানি দোসরদের হাতে সেদিন হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের মতো আরও অনেকে। সেখানকার সেই ইটভাটার ওপরই নির্মিত হয়েছে আজকের বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস যৌথভাবে স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। ২২টি নকশার মধ্যে স্থপতি ফরিদউদ্দীন আহমেদ ও স্থপতি জামি-আল-শফি প্রণীত নকশাটি মনোনীত হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে গণপূর্ত বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। ১৯৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সাড়ে ছয় একর জায়গার ওপর নির্মিত নকশায় রায়েরবাজারের আদি ইটভাটার প্রতীক রয়েছে, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহগুলো পড়েছিল। বাঁকানো দেয়ালটি দুদিকে ভাঙা। ভগ্ন দেয়াল দুঃখ ও শোকের গভীরতাকে নির্দেশ করে। দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে একটি বর্গাকার জানালা রয়েছে। সেই জানালা দিয়ে পেছনের আকাশ দেখা যায়। দেয়াল ঘেঁষে সম্মুখভাগে রয়েছে একটি স্থির জলাধার। জলাধারের ভেতর থেকে কালো গ্রানাইট পাথরের একটি স্তম্ভ উঠে এসেছে ওপরের দিকে। এটি শোকের প্রতীক। স্মৃতিসৌধের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে দর্শনার্থীরা একটি বটগাছের মুখোমুখি হন। এটা আদি বটগাছটির প্রতীকী রূপ। আদি বটগাছটির নিচে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে প্রথমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে পরে ইটভাটায় নিয়ে হত্যা করা হতো। সৌধের সম্মুখচত্বরে কৃষ্ণচূড়াসহ আরও কিছু গাছ রোপণ করা হয়েছে। যেগুলো ডিসেম্বর মাসে পত্রহীন হয়ে যায়, যা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের শোকানুভূতিকে আরও আবেগময় করে তোলে।

সৌধের মূল বেদিটি রাস্তা থেকে ২ দশমিক ৪৪ মিটার উঁচু। মূল দেয়ালটি ১৭ দশমিক ৬৮ মিটার উঁচু ও দশমিক ৯১ মিটার পুরু। এটার দৈর্ঘ্য ১১৫ দশমিক ৮২ মিটার। দেয়ালের জানালাটি ৬ দশমিক ১০ মিটার বর্গাকার। বেদিতে ওঠার জন্য রয়েছে তিনটি সিঁড়ি। সামনে রয়েছে অফিসকক্ষ, একটি পাঠকক্ষ। পুরো স্থাপত্যটিও তৈরি করা হয়েছে লাল ইট দিয়ে, যা নির্যাতনের পর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শরীর থেকে সেদিনের ঝরে পড়া রক্তের চিহ্ন বহন করে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ স্কাউটসের উপদেষ্টা, প্রাক্তন সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মনযূর উল করীম ৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

প্রয়াত মনযূর উল করীম মহোদয়ের স্মরণে ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন সভাপতি যথাক্রমে ড. শাহ মোঃ ফরিদ, জনাব মোঃ আবদুল করিম, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ বদিউর রহমান, জনাব মোঃ আনোয়ারুল আলম, জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী, জনাব আফজাল হোসেন, এপিআর রিজিওনাল ডাইরেক্টর Mr. RIZAL CUBA PANGILINAN, মরহুমের পুত্র জনাব মুনাজ্জির করীম ও গণস্বাস্থ্যের ডা. জাফরউল্লাহ প্রয়াত মনযূর উল করীম মহোদয়ের কর্মময় ও স্কাউট জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক

(ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। আলোচনা শেষে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ, মরহুমের পরিবারের সদস্যবর্গ, বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলা কর্মকর্তাবৃন্দ, রোভার স্কাউট, স্কাউট ও কাব স্কাউটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচিতি

জনাব মনযূর উল করীম ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ সন্তান। আরমানিটোলা হাই স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় সম্মান ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৬২ সালে সিএসপি হিসেবে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। মরহুম মনযূর উল করীম সরকারের স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যোগাযোগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) পরে ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস আজ বিশ্বের দরবারে পরিচিত নাম। মরহুম মনযূর উল করীম বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড “ব্রোঞ্জ উলফ” এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড “রৌপ্য ব্যাঘ্র” লাভ করেন।

তিনি কবি ইমরান নূর হিসেবেও দেশ বরেণ্য পরিচিত লাভ করেছেন। তাঁর ৩৫টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ব্র্যাকের ন্যায়পাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সুপ্রিম জুট মিলস. ইউনিসেফ-বাংলাদেশ, প্রাইম লাইফ ইন্সুরেন্স এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হকি ফেডারেশন ও বেডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যাসহ বহুগুণগ্রাহী ও অনুসারী রেখে গেছেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

বাংলাদেশে প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরাম

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনা এবং ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো/এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট সাপোর্ট সেন্টার এর পরিচালনায় ৯ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া-প্যাসেফিক রিজিওনাল স্কাউট অঞ্চলের প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরাম। ফোরামে বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার ১৮টি দেশের ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ফোরাম পরিচালক হিসেবে হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। ফোরামে ৪টি বিষয়ে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করা হয়। ৪টি কি-নোট পেপার যথাক্রমে– (১) Non Formal Education, (২) Scout Method, (৩) Vision-2023 ও (৪) Better World Framework.

প্রধান অতিথি হিসেবে ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এপিআর রিজিওনাল ডাইরেক্টর Mr. RIZAL CUBA PANGILINAN, এপিআর প্রোগ্রাম সাব কমিটির সভাপতি DEV RAJ GHIMIRE, বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য BLATCH PETER JOHN। ফোরাম পরিচালনা পরিষদ ও অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে পরিচয় করিয়ে দেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজজামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, এশিয়া-প্যাসেফিক রিজিওনাল স্কাউট অঞ্চলের প্রতিনিধি, গাজীপুর জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজজামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। আরো বক্তব্য রাখেন এপিআর রিজিওনাল স্কাউট কমিটির সভাপতি PARKINSON PAUL DUDLEY ও জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস। ইন্টারন্যাশনাল নাইটে বিভিন্ন দেশ তাদের দেশীয় খাদ্য প্রদর্শনী করে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, মৌচাক স্কাউট স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট দলের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পরিবেশিত হয়।

১১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অংশগ্রহণকারী সকলে নন্দন পার্ক পরিদর্শন করেন।

১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ বিকেলে সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও ওয়ার্কশপ পরিচালক। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস, এপিআর রিজিওনাল স্কাউট কমিটির সভাপতি PARKINSON PAUL DUDLEY।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন ‘বাংলাদেশ স্কাউটস’

– বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অডিট টিম

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৯০৭ সালে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তা আজ বিশ্বের ১৬৯টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। অর্থাৎ বিশ্বের ১৬৯টি দেশে প্রায় ৫ কোটি স্কাউট সদস্য নিয়ে বিশ্বে সর্বোবৃহৎ যুব আন্দোলন। দিন দিন এর প্রসার ঘটে চলেছে। বাংলাদেশ স্কাউটস প্রায় ১৬ লক্ষ স্কাউট সদস্য নিয়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ স্কাউট সদস্য দেশ।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থার মান নির্নয়ের জন্য ১-২ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউট সংস্থার গ্লোবাল সাপোর্ট এসেসমেন্ট ট্যুলস (জিস্যাট) সফলভাবে সম্পন্ন করে। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার কনসালটেন্ট (এসজিএস প্রতিনিধি) জনাব মাইকেল মসুর (স্যুইজারল্যান্ড) এবং জনাব সুরেশ ওয়াটসন (শ্রীলংকা) এই মান নির্ণয় করেন। কনসালটেন্টদের সহায়তা করেন ড. মোহাম্মদ আজলান আবি জলিল, বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রতিনিধি। আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন নির্ণয়ের জন্য ৭২% নম্বর প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্কাউটস কনসালটেন্টদের বিচারে ৭৬% নম্বর অর্জন করেছে। ১০টি Dimension-এ ৯৪টি Criteria এর উপর এই মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের কাংক্ষিত মানের চেয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস আরো বেশী ভাল করেছে। অর্থাৎ চূড়ান্ত মানের সর্বোচ্চ স্তরে মান অর্জন করেছে।

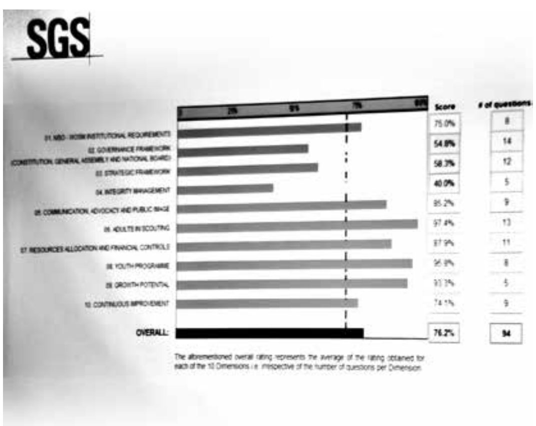

জিস্যাট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং ফেলোশীপ ডিনারে সভাপতি ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

"টেকসই উন্নয়ন ও রোভারিং"

রোভারিং এর শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১৮ সালে স্কাউটিং-এর তৃতীয় ধাপটি চালু করেন। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ হচ্ছে যুবক শ্রেণী। তাই যুবকদের স্কাউটিং আন্দোলনে সংযুক্ত করার জন্য স্কাউটিং এর জনক বিপি একটি বই লেখেন "রোভারিং টু সাকসেস"।

ব্যাডেন পাওয়েল তার এ বইয়ে লিখেছেন "By Rovering I donot mean aimless wardering, I mean finding your way by pleasant paths with a definite object in view and having an idea of the diffculties and dangers you are likely to meet with by the way." বিপি বলেছেন জীবন উদ্দেশ্য হীন চলা নয় বরং জীবন চলার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বিভিন্ন বাঁধা আসতে পারে এবং অতিক্রম করতে হবে। সবল জীবন চলার পথ মাঝে মাঝে কঠিন হতে পারে। জীবনে চলার পথকে সুগম ও সুন্দর করার জন্য আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে ফেলতে হবে। উত্তাল সাগরের ঢেউ অতিক্রম করার জন্য মাঝিকে শক্তহাতে হাল ধরতে হয়।

জীবনের চলার পথ ও তেমনি। বিপি তার এ বইতে জীবন চলার পথে অনেক বাধা আসতে পারে এবং এ সকল বাধার মধ্যে যুবক শ্রেণী যে কয়টি বাধার একান্ত সম্মুখিন হতে পারে সেগুলোর উল্লেখ করেছে। এগুলি হচ্ছে Horses, wine, women, cuckoos and Humbugs, Irreligion বিপি এ পাঁচটি বাধার উল্লেখ করে এ বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি জুয়া, মদ বা নেশা, নারীর প্রতি দুর্বলতা, ধোকাবাজি ও ধর্মহীনতার মত বিষয়গুলো কিভাবে আমাদের যুবক শ্রেণীকে জীবন চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ১৯২২ সালে বইটি প্রকাশের পর থেকে পৃথিবী ব্যাপী এটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এ বইটি অনুদিত হয়েছে। বাংলায় এ বই প্রফেসর মাহাবুবুল আলম অনুবাদ করেছেন। আমাদের রোভার স্কাউটরা তথা দেশের যুবক শ্রেণীকে এ বই একান্তভাবে পড়া উচিৎ। বিপথ থেকে সঠিক পথে অথবা চলার পথকে সুন্দর করার জন্য এ বইটি পড়লে তার একটি সুনির্দিষ্ট পরামর্শ পাওয়া যাবে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মুখি সমস্যায় জর্জরিত যুব সমাজ। তাদেরকে এ সকল ভয়ংকর সমস্যা থেকে দুরে থাকতে হবে। একই সাথে যুব সমাজকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হবে। যুবরাই দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে (এস.ডি.জি) Sustainable Development Goal (SDG) অর্জনে বাংলাদেশ প্রসংশনীয় সাফল্য পেয়েছে। বাংলাদেশ এ নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমানে ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস.ডি.জি) অর্জনেও বর্তমান সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের রোভার স্কাউটদের দেশের উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। এ পরিকল্পনার আওতায় যুবকশ্রেণী তাদের কর্মসংস্থানের একটি পথের দিশা অবশ্যই পাবে। আমাদের সকলকে এ ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য মাত্রা ও সূচক সমূহকে ভাল ভাবে জানতে হবে। সংক্ষেপে এ গুলো তুলে ধরা হল–

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. ১। সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্রের অবসান

Goal 2: End hunger, achieve food security and

improved nutrition and promote sustainable agriculture. ২। ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. ৩। সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যান নিশ্চিতকরণ

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. ৪। সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. ৫। জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. ৬। সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. ৭। সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. ৮। সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থার এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. ৯। অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

Goal 10: Reduce inequality within and among countries. ১০। অন্তঃ ও আন্তদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

Goal 11: Make cities and

human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. ১১। অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. ১২। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts. ১৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলা জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. ১৪। টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. ১৫। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. ১৬। টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. ১৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

বিপি তার রোভারিং টু সাকসেস বইতে যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন "You have your own life to live, and of you want to be successful, if you want to be happy, it is you who have to gain it for yourself, No body else can do it for you , paddle your own canoe" জীবনে সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে অন্য কেউ নয়। নিজের নৌকাকে নিজেই বেয়ে নিয়ে যেতে হবে। আসুন আমরা নিজেদের উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিজেদেরকে সঠিকভাবে তৈরী করি।

■ লেখক: মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

জাম্বুরি

আন্দোলনের শুরুর পর থেকে আমাদের স্কাউট-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল ১৯২৯ সালে। তখন বার্কেন হেডের কাছাকাছি এ্যারো পার্কে পঞ্চাশ হাজার স্কাউটের এক শিবির আমরা উদ্বোধন করলাম।

এটি করা হয়েছিল আন্দোলনের বয়ঃপ্রাপ্তি চিহ্নিত করার জন্য।

১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় রোদ আর খরা চলছিল। শিবির উদ্বোধনের দিন পর্যন্ত তা ছিল। তারপর বৃষ্টি শুরু হল এবং টানা তিন দিন তা চলতে থাকল।

তবে এতে অনুষ্ঠানটি বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হয় নি। বালকেরা সব জয় করে ফেলল এবং সব অসুবিধা আর বাধা উপভোগ করতে থাকল। তারা শিবির কলার চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হল। শিগগির বোঝা গেল যে ঠিক পথেই অর্থাৎ মুক্তাঙ্গন শিবির জীবনে সবাই যেন প্রশিক্ষণ পেয়ে গেছে।

কোনো অসুখ নেই, কোনো অভিযোগ নেই। সেখানে হাজির হওয়া হাজার হাজার স্কাউটের মধ্যে দেখা গেল আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের চমৎকার বিকাশ ঘটেছে।

শিবির উদ্বোধন করলেন ডিউক অব কনট। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে প্রিন্সর অব ওয়েলস তাতে যোগ দিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদেশি শিবির পরিদর্শন করলেন।

রাজকুমার বৃষ্টি সত্ত্বেও আর একবার বালকদের সঙ্গে তাঁবুতে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এভাবে বালকদের কাছে আবারও তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় দিলেন।

রাজকুমার আমার দিকে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটালেন। তিনি ঘোষণা করলেন সম্রাট স্কাউট আন্দোলন ও তার উদ্দেশ্যের অনুমোদনের চিহ্ন হিসেবে আমাকে 'পীরেজ' মর্যাদায় উন্নীত করতে সদয় সম্মত হয়েছেন।

এই নতুন সম্মান আমাকে অভিভূত করে ফেলল। কিছু সময়ের জন্য আমি তা গ্রহনও করতে পারছিলাম না। আমার মনে হল আমি নই, হাজার হাজার স্কাউটরা যাঁরা নিজেদের নিবেদন করে আন্দোলনকে রূপদান করছেন-তাঁরাই এর যোগ্য।

এটা অনুসরণ করেই বিস্ফোরণ ঘটাল বালকেরা নিজেরা। সেটা একটি মোটর গাড়ী ও একটি শিবিরবাসের গাড়ি উপহার দিয়ে। সেই সঙ্গে শিল্পী জাগারের আঁকা আমার একটি ছবি। তবে শেষ হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়- উপহার দেওয়া হল এক জোড়া ফিতা।

শেষের উপহারটি একটি কারণ আছে। এ সব উপহার সমগ্র আন্দোলনের প্রত্যেক বালক একটি করে পেনি চাঁদা দানের ফল। ডেনমার্ক একেবারে গোপনে এ কাজটি করে। আমি কি ধরনের উপহারর পছন্দ করি এ ব্যাপারে জানার জন্য তাঁরা আমার স্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। আমাকে না বলে তা জানার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়।

তিনি সে অনুসারে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে যদি কোনো উপহার দেওয়া হয় তাহলে কোনটি আমার সবচেয়ে পছন্দ। আমি খোলাখুলিভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম আমার কোনো কিছুর চাহিদা নেই।

তিনি বললেন, আবার ভেবে দেখ। তুমি নিশ্চয়ই কিছু পেতে যাচ্ছ।

আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। বললাম, 'আমার জুতোর ফিতা জোড়া পুরনো হয়ে পড়েছে। তুমি যদি আমাকে একজোড়ো নতুন ফিতা দাও তাহলে আমি কৃতার্থ হব।'

তাই যথাসময়ে ফিতা জোড়া আমাকে উপহার দেওয়া হল। সেই সঙ্গে একখানা মোটরগাড়ি ও আরও কিছু।

সকল দেশের দেড় মিলিয়ন তরুণের কাছ থেকে কী চমৎকার উপহার। সবার জানা দরকার একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি আন্তরিক উৎসাহ ও আনুগত্য সহ তা দেওয়া হল। এ থেকে বিশ্বের আগামী প্রজন্মের

মানুষের মধ্যে শান্তি ও শুভেচ্ছা সৃষ্টির বিশাল সম্ভাবনার কথা খুব সহজেই ভাবা যেতে পারে। এমন কিছু করার সামর্থ্য আর দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর আছে তিনি এখান থেকে তা শুরু করতে পারেন। আমরা স্কাউটেরা ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে মহান লক্ষ্যে নিবেদন করছি।

চমৎকার এই পক্ষকালের সমাপ্তি কুচকাওয়াজে বিভিন্ন জাতির বালকেরা একত্রে মিশে গিয়ে একটি সুবিশাল চক্রের সৃষ্টি করল। সেটা একটা বিশাল বৃত্ত স্কাউটের সারি কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়ানো। আমার কাজ ছিল চাকার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি কুড়ালকে মাটি চাপা দেওয়া– সে কুড়াল যুদ্ধের ও অসত্যের প্রতীক। তারপর প্রত্যেক সারির প্রথম বালকের হাতে একটি সোনালি তীর প্রদান করা। সেটা শান্তি ও শুভেচ্ছার প্রতীক। সেটা সারির একজনের হাত থেকে পরের জনের কাছে হস্তান্তর করে প্রত্যেক জাতীয় দলের প্রধানের হাতে পৌঁছাতে হবে। সেটি তিনি তাঁর নিজের দেশে নিয়ে যাবেন যাতে জাম্বুরির বাণী প্রত্যেক দেশে পৌঁছে এবং সেখানে তার বিকাশ হয়।

আমি একটি সংক্ষিপ্ত অনুরোধ জানালাম। সারা বিশ্বে শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর দিলাম। প্রত্যেক স্কাউট ব্যক্তিগতভাবে তার চারপাশে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের দূত হয়ে উঠবে।

তবে কেউ যদি মহিমান্বিত হয়ে উঠতে চায় তখন নিশ্চয়ই উপহাস দেখা দেয়। আমি ভাষণ দিয়েছি সারা বৃত্তের উদ্দেশ্যে। কিন্তু একটি বালক আমার সোজাসুজি বিপরীতমুখী দাঁড়িয়ে আছে। আমার মন্তব্য তীব্রভাবে তার দিকে গেল। তাতে তাকে অস্বাভাবিকভাবে অবিচল দেখা গেল। আমি মনে করলাম সে অবশ্যই ইংরেজি না জানা কোনো বিদেশি হবে। আমি দেখলাম পঞ্চাশ হাজার বালকের মধ্যে একজন মাত্র মূক ও বধির।

অস্ট্রেলেশিয়া

পরের বছর আমার স্ত্রী আর আমি নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার স্কাউট ও গাইড পরিদর্শন করলাম। দেশে ফেরার পথে আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলাম। এটা ছিল একটা চমৎকার সফর। তবে তা ছিল খুবই শ্রমবাধ্য। সেই সঙ্গে খুবই মূল্যবান।

সে সফরে প্রায় সাত মাস সময় লেগেছিল। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আমরা জাহাজে উঠলাম। প্রথমে ভিয়েনায় একটি আন্তর্জাতিক স্কাউট কনফারেন্স। তারপর সুইজারল্যান্ডের কেন্ডারস্টেগে আমাদের শিবির ময়দানে প্রায় দু হাজার রোভারের আন্তর্জাতিক মুট। শেষের অনুষ্ঠানটি ছিল এধরনের প্রথম অনুষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা বিকাশের দিকে এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। এর ফলে এখন (১৯৩৩ সাল) আন্দোলনে জড়িত আছে ২১,৫৯,৯৮৪ জন স্কাউট। তারা বিশ্বের ৪৫টি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া কয়েক মিলিয়ন তরুণ এখন প্রশিক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে।

গার্ল গাইড

স্কাউট আন্দোলনের দ্রুত উন্নতি এবং বিদেশে এর গ্রহণের বিস্ময়কর অগ্রগতি গাইড আন্দোলনকে দুদিক থেকেই ছাড়িয়ে গেছে।

১৯০৯ সালে ক্রিস্টাল প্রাসাদে বয় স্কাউটদের প্রথম সমাবেশে এগার বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, 'আমরা গার্ল স্কাউট।' সে ছিল একদল ছোট বালিকার মুখপাত্র। তারা তাদের স্কাউট ভাইদের অনেকটা অনুকরণে পোশাক পরেছিল।

এসব মেয়ের উপস্থিতি ও আগ্রহ থেকে চোখ খুলে গেল যে, চরিত্রগঠন ও আত্ম উন্নয়নের জন্য স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগের আরও সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ বছর আগের সে সময়ে মহিলারা বাইরের কাজে নিজেরাই বেরিয়ে আসছে। আসলে তাদের ভাইদের চেয়ে তাদের চরিত্র উন্নয়ন বেশি দরকার ছিল। কারণ তাদের নিভৃত জীবনে চরিত্র গঠনের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম।

সামাজিক জীবনে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের জন্য তাদের চরিত্র উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ছিল। তাছাড়া মা হিসেবে সন্তানদের মধ্যে তা সঞ্চারের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নততর ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের চরিত্র গঠন প্রশিক্ষণের সমস্যাটি তখন পর্যন্ত ছিল সমাধানহীন।

চরিত্র শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দেওয়া যায় না এটা ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। ছাত্রীদের নিজেদের এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। বয় স্কাউটদের চরিত্র উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা কার্যক্রম ও মুক্তাঙ্গনের অভিযানে সাহায্য নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বীরত্বের নৈতিক আদর্শ সচেতনভাবে সম্পর্কিত করা হয়। সহজেই বোঝা যায় যে, মেয়েরা সাধারণত বালকদের মত সাহিত্য পড়তে ভালবাসে– যেখানে আছে বন্য জীবনের নাটকীয়তা তারা পাঠ্যবইয়ের নায়িকা বা তরুণীদের কাহিনী পছন্দ করে না। এখন মেয়েরা তাদের ভাইদের মত একই অভিযাত্রা লাভের জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

১৯৩৩ সালে তা ছিল গতানুগতিক বিষয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে তা ছিল বড় আবিষ্কার।

এ ধরনের চেতনায় কিছুটা কাজ হয়। তবে বালিকাদের জীবনের চাহিদা মিটানোর জন্য স্কাউটদের মত একই আদর্শের পরিকল্পনা তৈরি করা কঠিন কাজ নয়।

মিস চার্লট ম্যাসন ছিলেন মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য হাউস এডুকেশনের প্রতিষ্ঠাতা। তরুণ সৈনিকদের জন্য লেখা আমার 'এইডস টু স্কাউটিং' বইটিকে তিনি যখন পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করলেন তখন তাঁর দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি এর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু পেলেন। তাই যখন এসব আত্ম প্রত্যয়ী গার্ল স্কাউটের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল তখন বয় স্কাউটদের মত সহ আন্দোলনের আশাবাদী না হয়ে পারলাম না। একে আমরা নাম দিলাম গার্ল গাইড।

'গাইড' কথাটির উদ্দেশ্য হল রোমাঞ্চ ও অভিযাত্রার ধারণা দেওয়া। তাছাড়া এ দ্বারা পুরুষজাতিকে পরিচালনা এবং সঠিক পথে সন্তানদের গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ দায়িত্বের প্রতিও নির্দেশ করে।

এর প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্য স্কাউটদের মতই। সাধারণভাবে চরিত্রগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং অপরের প্রতি সেবা দান, বিশেষভাবে তা মেয়েদের বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করে গৃহ পরিচর্যা ও মাতৃকলা বিষয়ে।

এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে মুক্তাঙ্গনের বিনোদন ও সৎসঙ্গের মাধ্যমে আত্ম শিক্ষার সাহায্যে। সে প্রশিক্ষণ হবে একজন গাইডারের নির্দেশে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক হবে স্কুল শিক্ষিকা বা কড়া মেজাজী লোকের নয়, বরং সম্পর্ক হবে বড় বোনের।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

আসছে মার্চ মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে আগামী ০৮ থেকে ১২ মার্চ, ২০১৮ চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলা সদরে মেঘনা নদীর পূর্বপাড়ে সমতলভূমি বেষ্টিত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ 'চরভাঙ্গা' এলাকায় "৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা" আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। COMDECA (কমডেকা) এর পূর্ণরূপ Community Development Camp অর্থাৎ সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প। কমডেকা হচ্ছে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের এমন এক মিলন মেলা যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় জনগণের সাথে মিলে মিশে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করবে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি "৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা" সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) এবং রেলপথ মন্ত্রণালায়ের সচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেনকে সভাপতি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিসকে সদস্য সচিব মনোনীত করে ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমডেকা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে।

সাংগঠনিক কমিটির দু'টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে ১৭টি উপ-কমিটি গঠন এবং কমডেকা লোগো, থীম ও সঙ্গীত নির্ধারণসহ অংশগ্রহণকারীদের কোটা চূড়ান্ত করা হয়েছে। "৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা" উপলক্ষে ইতিমধ্যে পরিপত্র-১ বিতরণ করা হয়েছে।

কমডেকা থীম

শতবর্ষের অধিক সময় যাবৎ স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী সর্বজন স্বীকৃত সফল ও যুগোপযোগী। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে একটি টেকসই সমাজ বিনির্মার্ণের লক্ষে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকার থীম নির্ধারণ করা হয়েছে– "টেকসই সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"। এই থীম কমডেকায় অংশগ্রহণকারীদের উন্নত টেকসই দেশ তথা সমাজ গড়তে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে।

অংশগ্রহণকারীদের যোগ্যতা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর চতুর্বার্ষিকী প্রোগ্রাম পরিকল্পনার আলোকে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্কাউট সমাবেশ, আঞ্চলিক কমডেকা ও আঞ্চলিক রোভার মুট-এ অংশগ্রহণকারী ইউনিটসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ক) স্কাউট: কমপক্ষে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজধারী স্কাউটরা ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রত্যেক স্কাউটকে শারীরিকভাবে সুস্থ্য ও সংক্রামক রোগমুক্ত হতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে সাঁতার জানতে হবে। অসুস্থ কোন স্কাউট যাতে নির্বাচিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঠান্ডা ও রোদে কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষম এমন স্কাউট নির্বাচন করার জন্য ইউনিটসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এজমা বা অন্য কোন সংক্রামক বা জটিল কোন রোগে আক্রান্তদের মনোনয়ন না দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

(খ) রোভার স্কাউট: কমপক্ষে প্রশিক্ষণ স্তরের রোভার স্কাউটরা ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকায় -এ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। প্রত্যেক রোভার স্কাউটকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সংক্রামক রোগমুক্ত হতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে সাঁতার জানতে হবে। অসুস্থ কোন রোভার স্কাউট যাতে নির্বাচিত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঠান্ডা ও রোদে কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষম এমন রোভার স্কাউট নির্বাচন করার জন্য ইউনিটসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এজমা বা অন্য কোন সংক্রামক বা জটিল কোন রোগে আক্রান্তদের মনোনয়ন না দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ইউনিট/ দলীয় সংখ্যা

আট জন স্কাউট/ রোভার স্কাউট ও একজন ইউনিট লিডারের সমন্বয়ে একটি স্কাউট/ রোভার স্কাউট দল কমডেকায় অংশগ্রহণ করবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট লিডার ব্যতীত কোন ইউনিটকে ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে না। মেয়ে (গার্ল-ইন-স্কাউট) দলের সাথে অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা ইউনিট লিডার থাকতে হবে। ছেলে দলের সাথে পুরুষ ইউনিট লিডার ও মেয়ে দলের সাথে মহিলা ইউনিট লিডার আবশ্যিকভাবে তাঁবুতে অবস্থান করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য সংক্রান্ত পরিপত্র-১ থেকে জানা যাবে। অচিরেই পরিপত্র-২ প্রকাশ পাবে।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল কে. এম. আজাদউজ্জামান

তাঁর সাথে আমার কবে প্রথম দেখা বা পরিচয় হয়েছিল তা মনে করতে পারিনা। তবে সেই মনে না করতে পারার ব্যর্থতাকে ছাপিয়ে স্মৃতিতে তিনি ভাস্মর, জাগরুক। অনুপ্রেরণার সমার্থক এক নাম। তিনি নিজের নাম প্রসঙ্গে বলতেন, 'গুগলে, ফেসবুকে যাও, আমার নামে আর অন্য কাউকে পাবেনা'। কখনো তা খুঁজে দেখা হয়নি। কারণ স্বয়ং ব্যক্তিকে খুঁজে ফেরাইতো শেষ হয়নি। তিনি স্কাউটিং নিয়ে বিস্তর ভাবতেন। কোন কাজ পছন্দ হলে বুকে জড়িয়ে নিতেন, চুমো খেতেন, স্কাউট স্যালুট দিতেন; অপছন্দ হলে মুখ সরিয়ে নিতেন, রাগ করতেন, সোজাসাপ্টা মুখে বলে দিতেন। কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলতে দেখিনি কখনো। ছিলেন প্রতিবাদী আর কাজ পাগল মানুষ। তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমার কাছে এক ধরনের অবিশ্বাস্য বিষয়!

প্রশিক্ষক হিসেবে আমার প্রথম রোভার লিডার বেসিক কোর্স- যেখানে আমি প্রশিক্ষক ও কোর্স সচিব; তিনি ছিলেন প্রশিক্ষক ও কাউন্সিলর। প্রশিক্ষণের ফাঁকে যখনই একটু সময় পেতেন বলতেন বিভিন্ন বিষয়ের কথা। সব কথার উত্তর বা তথ্য দিতে পারতাম এমন নয়। তারপরেও তাঁর কথা চলতই। বলতেন পরের সেশনে কি করতে হবে। কিভাবে আরো ভাল করা যায় ইত্যাদি। সেশনের বিরতিতে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক বিষয়েও প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর রাখতেন সমান তালে। কোর্স শেষের আগের রাতে (৩ ডিসেম্বর ২০১৭) প্রশিক্ষকদের থাকার কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ লেখার কাজ চলছিল। তিনি বারবার বিছানা থেকে উঠে কখনো পায়চারি, কখনো ঝিম ধরে বসে থাকছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, কোন সমস্যা হচ্ছে কি আপনার?'। সহজ উত্তর, 'না। একটু খারাপ লাগতেছে। তেমন সিরিয়াস কিছু না।' ভাবিনী এমন চলে যাওয়াটাও তাঁর কাছে সিরিয়াস বলে মনে হয়নি! ৪ডিসেম্বর কোর্স শেষ করে সন্ধ্যায় যখন রুমে গিয়ে বাড়ি যাবার জন্য গোছগাছ করছিলাম তখন সবাই মিলে সে কী মসকরা! আমাদের সাথে তাল মেলালেন তিনিও। ওই গিফট হলে ভাল হতো, অমুকের গিফট সুন্দর হইছে ইত্যাদি। যদিও বস্তুত কোন গিফটের অস্তিত্বই ছিলনা। ৫ডিসেম্বর রাতে হঠাৎ খবর পেলাম তিনি স্ট্রোক করে হাসপাতালে ভর্তি। ঢাকা জেলা রোভারের সম্পাদক মু. ওমর আলী ভাই তাঁকে দেখার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছেন। আমি তাঁর জন্য দোয়া চেয়ে ফেসবুকে যখন পোষ্ট দিচ্ছিলাম তখনই ভেবেছিলাম হয়ত আমরা তাঁকে হারাতে যাচ্ছি! সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে ফোন বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ায়

রাতে কয়েকজনের ফোন কল আমার কাছে পৌঁছেনি। সকালে ফোন অন করতেই আমার রোভার গ্রুপের সভাপতি নুরুল্লাহ মাসুম স্যারের ফোন- 'ফরহাদ, আজাদ ভাই নাই, তুমি জানো?' আমি নির্বাক। ওপার থেকে আবার ইথারে ভেসে আসল 'সকাল সাড়ে ন'টায় ওনার জানাজা হবে হেডকোয়াটারে। তুমি যাও'। আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম- 'আচ্ছা স্যার, যাবো'। হেডকোয়াটারে গিয়ে দেখলাম তিনি এখনো আসেননি। শেষ গোসলে আছেন! রোভার অঞ্চলের দোতলায় গিয়ে সিনিয়র অনেক স্কাউটারকে দেখলাম; কোষাধ্যক্ষ আবদুর রহমান স্যারকে দেখে আর কান্না চেপে রাখতে পারলাম না। ওনাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কান্না করতে লাগলাম। স্যার আমায় সান্ত্বনা দিলেন। অঞ্চলের সিঁড়ি বেয়ে নামতেই পেছন থেকে এক প্রবীন লিডার আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন, 'উনি তোমার কে হন?' আমি মুখে শুধু বললাম, 'স্কাউট লিডার।' মনে মনে বললাম- 'কারো জন্য কাঁদতে আত্মীয় হতে হয়না'। অনেক সময় আত্মার সম্পর্ক আত্মীয়ের চেয়েও প্রবল হয়।

তিনি আমার রোভার শাখায় উডব্যাজের অঞ্চল পর্যায়ের পরিদর্শক ছিলেন। দল পরিদর্শন শেষে বলেছিলেন, 'তোমার দলে আমাকে আবার দাওয়াত দিবে কবে?' আমি বলেছিলাম, 'আপনি যখন আসবেন।' স্যার, আপনাকে দাওয়াত দেয়ার মত আমার সামর্থ্য রাখলেন কই? রোভার আঞ্চলিক 'সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য উপ-কমিটি'তে আমায় কো-অপট করে নিলেন; কাজ দিলেন। বাড়ী যাওয়ার তাড়া উপেক্ষা করে আপনার কাছে ছুঁটে গেলাম কাজের পরিকল্পনা নেয়ার জন্য। জানালেন প্রথম আঞ্চলিক কমডেকা, ওয়ার্কক্যাম্পসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভাবনা। সেবার নওগাঁয় থাকাকালে বিভিন্ন কাজের ফাঁকে আপনার সেকল কাজ নিয়েও ভেবেছি, স্কেচ এঁকেছি। আপনার পরিকল্পনা ছিল রোভারদের সেবা কার্যক্রম নিয়ে করবেন বিশেষ প্রকাশনা। তা হয়ত প্রকাশ হবে কিন্তু দেখা হলোনা আপনার! বলেছিলেন রোভার মুটের পর নতুন করে পরিকল্পনা করবেন যাতে কর্মোদ্দীপনায় যুক্ত হয় সকলে। আর সেই রোভার মুটে আপনার স্মরণে একটি সাবক্যাম্পের নাম করা হচ্ছে - 'স্কাউটার কে. এম. আজাদউজ্জামান সাবক্যাম্প'!

আপনি শান্তিতে থাকুন। আপনার অসমাপ্ত কর্মগুলি স্রষ্ঠা আমাদের সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

■ লেখক: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন, পিআরএস
সহকারী কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)
বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভার

শ্যাম্পুর বোতলে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা

iccddr,b'র ক্লিনিক্যাল রিসার্চ বিভাগের প্রধান ড. মো. জোবায়ের চিস্তি নিউমোনিয়া থেকে শিশুদের বাঁচাতে আবিষ্কার করেন শ্যাম্পুর বোতল থেরাপি। তার এ চিকিৎসা পদ্বতির নাম 'বাবল সিপিএপি পদ্বতি'।

শ্যাম্পুর বোতলের বুদবুদ থেকে সৃষ্ট চাপ ফুসফুসের ছোট বায়ু থলিগুলোকে খুলে রাখতে সাহায্য করে। আর এভাবেই শিশু বাঁচানোর পথ আবিষ্কার করেন তিনি। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের যন্ত্রের মাধ্যমে অল্পমাত্রায় অক্সিজেন সরবরাহের চেয়েও এ 'বাবল সিপিএপি পদ্বতির মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়ে শিশুমৃত্যুর হার অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব মাত্র ১.২৫ ডলার বা ১ পাউন্ড খরচে। ডা. মো. জোবায়ের চিস্তির গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায়।

ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম-৩৩

দিনাজপুরস্থ গম গবেষণা কেন্দ্র প্রথমবারের মতো ব্লাস্ট প্রতিরোধী গমের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি একই সাথে জিংকসমৃদ্ধও। বারি গম-৩৩ নামের গমের নতুন এ জাতটি আবাদের ফলে কৃষকের উৎপাদনের যেমন বাড়াবে তেমনি তা যোগান দেবে জিংকেরও গমের ব্লাস্ট রোগ ছাড়াও নতুন রোগ ছাড়াও নতুন বীজ বোর্ড গমের নতুন এ জাতটিকে অনুমোদন দেয়।

উচ্চমাত্রার আমিষযুক্ত ধান

দিনাজপুরস্থ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) কৃষি বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করে ইরান থেকে সংগৃহীত ধানের জাত 'আমল-৩' এর সাথে ব্রি ধান-২৮ এর নামকরণ করা হয় 'ব্রি ধান ৮১'। নতুন উদ্ভাবিত জাতটির গড় ফলন হেক্টরে ৬.০-৬.৫ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এটি হেক্টর ৮.০ টন ফলন দিতে সক্ষম। এতে উচ্চমাত্রার আমিষ রয়েছে, যার পরিমাণ ১০.৩%। ১১ অক্টোবর ২০১৭ জাতীয় বীজ বোর্ড নতুন জাতের ধানটি কৃষক পযার্য়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করে। নতুন জাতের ধানটি নিয়ে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান জাতের সংখ্যা হলো ৮৬টি। এর মধ্যে ৬টি হাইব্রিড ধানের জাত রয়েছে।

বিশ্বসেরা হাফেজ

২০১৭ সালের অক্টোবর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয় ৩৯তম 'বাদশাহ আব্দুল আজিজ আল সৌদ আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা'। ৭৩টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশের ১৩ বছর বয়সী হাফেজ আব্দুল্লাহ আল মামুন। পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন ১ লাখ ২০ হাজার সৌদি রিয়াল। তিনি ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র এবং কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা সদর ইউনিয়নের হীরাকান্দা গ্রামের আবুল বাশারের সন্তান।

হিলটন পুরস্কার

২১ অক্টোবর ২০১৭ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (icddr,b)-কে ২০ লাখ ডলার অর্থমূল্যের 'কনরাড এন হিলটন ফাউন্ডেশন হিউমেন্টেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্টীর ওপর প্রভাববিস্তারকারী স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী গবেষণার জন্য icddr,b কে এ পুরস্কার দেয়া হয়। এর মাধ্যমে icddr,b দ্য টাস্কফোর্স ফর গ্লোবাল হেলথ, ল্যান্ডেসা এবং ফাউন্টেন হাউন হাউজসহ বিগত দুই দশকে হিলটন হিউম্যানিটেরিয়ান পুরস্কার প্রাপ্ত আরো ২১টি প্রতিষ্ঠানের কাতারে যুক্ত হলো।

যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

১ অক্টোবর ২০১৭ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'র বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ ভাস্কয্য উন্মোচন করা হয়। ব্রোঞ্জে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটি তৈরি করেন মার্কিন স্থপতি স্টিফেন ওয়েটজম্যান।

ইউএন উইমেন গিল্ড ক্যালেন্ডারের প্রচ্ছদ শিল্পী

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের দরিদ্র শিশুদের কল্যানে কর্মরত জাতিসংঘ উইমেন গিল্ডের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তৈরি ক্যালেন্ডারের প্রচ্ছদ আঁকেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক রানু ফেরদৌসের আঁকা ছবি এর আগেও উইমেন গিল্ডের ২০০৫ ও ২০০৯ সালের ক্যালেন্ডার স্থান পেয়েছিল। এ ক্যালেন্ডার বিক্রি থেকে পাওয়া সব অর্থ বিশ্বের দরিদ্র শিশুদের কল্যানে ব্যায় করা হবে।

বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে বাংলাদেশ

৪ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কতৃপক্ষ (BAERA) শর্তসাপেক্ষে রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের মূল নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবে যুক্ত হয়। বাংলাদেশ পরমানু শক্তিকমিশন (BAEC)-কে 'ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন' লাইসেন্স প্রদান করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব পরমানু ক্লাবে যুক্ত হয়। বাংলাদেশ এ ক্লাবের ৩২তম দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর ৩১টি দেশে ৪৫১টি দেশে পারমানবিক বিদ্যুতের ইউনিট চালু রয়েছে। এগুলোর সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩,৯২,০০০ মেগাওয়াট।

৩০ নভেম্বর ২০১৭ পাবনার ইশ্বরদীতে দেশের প্রথম ও একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রর মূল পর্বের, অর্থাৎ পারমানবিক চুল্লি বসানোর কাজের উদ্বোধন করা হয়। ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দুই ইউনিটের রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিমার্ণে ব্যায় নির্ধারন করা হয় ১,১৩,০৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। আর্থিক বিবেচনায় এটি দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। প্রতিটি ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি চুল্লি স্থাপন করা হবে রুপপুরে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তত্ত্বাবধানে রুপপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নির্মাণ কাজ করেছে রাশিয়ার 'রোসাটম'। রাশিয়ার দেয়া প্রকল্প ৯০% সরবরাহ ঋণে নির্মিতব্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রাশিয়ার উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক (থ্রি প্লাস জেনারেশন) 'ভিভিউয়ার ১২০০' প্রযুক্তির পরমাণু চুল্লি ব্যবহার করা হবে।

পায়রার দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র

৫ নভেম্বর ২০১৭ পটুয়াখালীর পায়রায় ৩,৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জার্মানির সিমেন্স এজির সাথে সমঝোতাস্মারকে স্বাক্ষর করেছে দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (LNG)। আমদানি করা তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর (NWPGCL)

এ প্রকল্পই হবে দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যায় হবে ২.৮ বিলিয়ন ডলার, যা দেশীয় মুদ্রার প্রায় ২২.৪০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রটি উৎপাদনে আসবে ২০২০ সালের জুন মাসে।

খুলনা-কলকাতা 'বন্ধন এক্সপ্রেস' চালু

৯ নভেম্বর ২০১৭ খুলনা-কলকাতা রুটে 'বন্ধন এক্সপ্রেস' নামের রেলের যাত্রার শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পশিচমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ১৬ নভেম্বর ২০১৭ এ রেলপথে বাণিজ্যিকভাবে যাত্র শুরু করে বন্ধন এক্সপ্রেস। এটা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচল করা দ্বিতীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস। বন্ধন এক্সপ্রেস মোট কোচ রয়েছে ১০টি। এর মধ্যে ইঞ্জিন ও পাওয়ার কার দুটি। বাকি ৮টি কোচ যাত্রীদের, যেখানে ৪৫৬টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে এসি (কেবিন) ১৪৪টি এবং এসি চেয়ার ৩১২টি। যাত্রীরা উভয় দেশের প্রান্তিক স্টেশন কলকাতার চিৎপুর আর খুলনাতে সারবে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা।

চালু হচ্ছে সেবা

মোবাইল ফোনের নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অন্য অপারেটরের সেবা নেয়ার সুবিধাকে বলা হয় Mobile Number Portability। ১ এপ্রিল ১৯৯৭ সিঙ্গাপুরে প্রথম (MNP) প্রবর্তিত হয়। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে পাকিস্তান ২৩ মার্চ ২০০৭, ভারত ১ জানুয়ারি ২০১১ ও মালদ্বীপ ১০ মার্চ ২০১৬ MNP চালু করে। বর্তমান বিশ্বের ৭২টি দেশে চালু করার জন্য MNP সেবা চালু আছে।

আবারো বাংলাদেশে

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আমন্ত্রণে এবং ন্যাশনাল আই কেয়ার এবং চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় দীর্ঘ ৮ বছর পর ১৬ নভেম্বর ২০১৭ পুনরায় বাংলাদেশে আসে বিশ্বের একমাত্র উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল 'অরবিস'। ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এটি চট্টগ্রামে অবস্থান করবে। বাংলাদেশে অরবিস-এর এটা দশম ও চট্টগ্রামে চতুর্থ আগমন।

নতুন দ্বীপ

নোয়াখালী জেলার ৫ দ্বীপ– ভাসান চর, স্বর্ণদ্বীপ, চর কবির, চর বন্দনা এবং রজনীগন্ধা।

চট্টগ্রাম জেলার ২ দ্বীপ– ঠেঙ্গারচর ও জাহাজ্জ্যার (সন্দ্বীপ)।

কক্সবাজার জেলার ১৯টি দ্বীপ– খরাট চর (বাকখালী), জালিয়াপালং চড়পাড়া (উখিয়া), জিঞ্জিরা দ্বীপ, মধ্যহ্নীলা ও শাহপরীর দ্বীপ (টেকনাফ); ধলঘাটা, হাসের চর, কালারমারছড়া, উত্তরনলবিলা, আমাবশ্যাখালী, কুতুবজম, সোনাদিয়া, ঘটিভাঙা ও হামিদরদিয়া (মহেশখালী); কৈয়ার বিল, বড়ঘোপ ও নতুন ঘোনা (কুতুবদিয়া) এবং করিয়ার দিয়া ও দুবাইঘোনা (পেকুয়া)

UNESCO'র ভাইস প্রেসিডেন্ট

৩০ অক্টোবর ২০১৭ UNESCO'র ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ UNESCO'র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৭-২০১৯ মেয়াদের জন্য এ পদে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি নির্বাচিত হন মরক্কোর জহুর আলাওই। ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে UNESCO'র ৩৮তম সাধারণ সম্মেলনেও ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বাংলাদেশি দুই কোম্পানির জাতিসংঘের অনুদান লাভ

নবায়নযোগ্য দুই কোম্পানির উন্নয়নের বিশ্বব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণে সৌর উদ্যোক্তার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে জাতিসংঘের জ্বালানি অনুদান লাভ করে বাংলাদেশের দুই কোম্পানি। জাতিসংঘ এনার্জি গ্র্যান্ডের আওতায় প্রায় ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১০ লাখ ডলার) অনুদান পেয়েছে কোম্পানি দুটি। অনুদান পাওয়া বাংলাদেশি দুই কোম্পানি– গ্রামীণ শক্তি ও এমই সোলশেয়ার। ২২ নভেম্বর ২০১৭ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই কোম্পানির প্রতিনিধি হাতে অনুদানের এ অর্থ তুলে দেয়া হয়।

ICT লিডার অব দ্যা ইয়ার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পে ক্রমাগত উদ্ভাবন, তরুণ নেতা, পরিবর্তনের চালিকাশক্তি ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় World HRD congress এর' ICT লিডার অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এর আগে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) তাকে 'ইয়াং গ্লোবাল লিডার ২০১৬' হিসেবে মনোনীত করে।

মালয়েশিয়ার আয়রনম্যান

মালয়েশিয়ার 'আয়রনম্যান' খেতাবে ভূষিত হন বাংলাদেশের মো: শামসুজ্জামান আরাফাত। তিনি এ খেতাব পাওয়া প্রথম বাংলাদেশী। অরাফাত ১১ নভেম্বর ২০১৭ মালয়েশিয়ার লংকাবিতে ৩.৮ কিলোমিটার সাঁতার, ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ৪.২২ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এতে সময় বরাদ্দ ছিল ১৭ ঘন্টা, কিন্তু আরাফাত পুরো ইভেন্টে ১২ ঘন্টা ৪৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে শেষ করতে সক্ষম হন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরও প্রায় ১০০৮ জন প্রতিযোগী এ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

'নাইটহুড' উপাধি লাভ

যুক্তরাজ্যের রানির দেয়া অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি 'নাইটহুড' লাভ করেন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আখলাকুর রহমান চৌধুরী। ২ নভেম্বর ২০১৭ রনি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে এ উপাধি প্রদান করেন। দেশটির হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগের অংশ হিসেবে তাকে এ বিভাগের বিচারক হিসেবে তাকে এ উপাধি দেয়া হয়। তার আদি নিবাস সিলেটের জকিগঞ্জে।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে আখলাকুর রহমান চৌধুরী তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি এ উপাধি লাভ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাঙালি হিসেবে 'নাইট' খেতাব পেয়েছিলেন। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ দ্বিতীয় বাঙালি এবং প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এ গৌরবময় উপাধি অর্জন করেন ব্র্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

জীবন্ত ডিকশেনারি

অক্সফোর্ডসহ বিশ্বের ১৮টি অভিধান মুখস্ত করেছেন ৫০ বছর বয়সী পাবনার বেড়া উপজেলার নতুনভারেঙ্গা গ্রামের ছেলে রেজাউল ইসলাম। একাডেমিক শিক্ষা মাত্র উচ্চমাধ্যমিক হলেও তার আয়ত্তে রয়েছে মোট ২৫ লাখেরও বেশি শব্দ। শুধু শব্দ নয়, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, উপভাষা এমনকি ইংরেজী গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণের আদোপান্ত তার কণ্ঠস্থ। তার পঠিত অভিধান ও গ্রামারের তালিকায় রয়েছে অর্নামেন্টাল, ফ্যাদম, ওয়েবস্টারস, কেপিলার্স, আলেকজান্ডার, এলনস, টমাস, ও'লেনস, থ্রিচার্স, মার্টিনস, জেসি নেসফিল্ডস, ওকেন্স, ওয়েল ফক্স, চেম্বারস, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড।

৬,০০০ পাতার পোশাক

পূর্ব চীনের হেফেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের চার শিক্ষীর্থী গাছের প্রায় ৬,০০০ পাতা দিয়ে তৈরি করেন চোখ ধাঁধানো এক পোশাক। পাতাগুলোতে রংতুলির আচর দিয়ে চমকপ্রদ নকশাও করা হয়। পোশাকটি তৈরিতে তাদের সময় লাগে ৬ মাস।

প্রথম ভাসমান শহর

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত তাহিতির কাছে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্বের প্রথম ভাসমান শহর। ২০২০ সালের মধ্যে এটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করছে পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান সিস্টিডিং ইন্সটিটিউট। এতে ৩০০ মানুষ বসবাস করতে পারবে। এ মানুষদের কাজের জন্য মূল ভূখন্ডে যেতে হবে না। ভাসমান শহরেই থাকবে তাদের কর্মস্থল। নগরজীবনের প্রায় সব সুবিধা মিলবে এ নগরে। এই শহর গড়ে তুলতে খরচ হবে ১৬ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।

১৮০° ডিগ্রি মাথা ঘোরানো কিশোর

পাকিস্তানের করাচি শহরের বাসিন্দা বছরের মোহাম্মদ সামির তার পরিচিত মহলে Human Owl নামে পরিচিত। কারণ সামির মাথা ১৮০ ডিগ্রি অবধি ঘোরাতে পারে। এ অদ্ভুত প্রতিভার জন্য স্থানীয়দের কাছে সে খুব জনপ্রিয়। দুই হাত ব্যবহার করে সে তার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে নিয়ে যেতে পারে।

কাঠের বাইক

আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হাতে বানানো কাঠের বাইক 'সুকুডু'। ট্রাক আর মোটর সাইকেলের বাতিল যন্ত্রাংশ দিয়ে বানানো বাইকের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও কম নয়। এর মাধ্যমে রুটিরুজির ব্যবস্থাও হচ্ছে বহু মানুষের। আধা যান্ত্রিক বাহনটি দেখতে অনেকটা বাইকের মতই, হাতলের কাছে একটি ছোটখাটো মোটরও আছে। কিন্তু এ বাহনের পুরো শরীরটাই কাঠ দিয়ে বানানো। এ কাঠের টুকরোগুলোও যোগাড় করা হয়েছে বাতিল জিনিসপত্রের দোকান থেকে।

প্রাচীনতম মানবখুলির সন্ধান

পাপুয়া নিউগিনিতে ৬,০০০ বছরের পুরনো একটি মানবখুলি উদ্ধার করা হয়েছে। খুলিটি ১৯২৯ সালে পাপুয়া নিউগিনির অটেপ শহরের কাছাকাছি একটি স্থান থেকে আবিস্কার করা হয়। খুলিটি মূলত আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেকটাস প্রজাতির। ঐ এলাকা এক সময় উপকূলীয় অঞ্চল ছিল। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সেখানে সুনামি আঘাত হানে।

১২৮ বছরের রহস্য উদঘাটন

ভিনসেন্ট ভ্যান গগের আঁকা ছবিতে কোন না কোন রহস্য অবশ্যই লুকিয়ে থাকে। সম্প্রতি তারই আঁকা একটি ছবির এমনই রহস্য উদঘাটন হয়েছে। এ রহস্য উন্মোচন করেন পেইন্টিং কনজারভেটর মেরি স্যাফার। ১৮৮৯ সালে অলিভ গাছের একটি সিরিজ এঁকেছিলেন ভ্যান গঘ। সেই সিরিজের একটি ছবিতেই রহস্যের খোঁজ পান মেরি।

কেন হয়?

লাফিং গ্যাস শুঁকলে হাসির উদ্রেক হয় কেন?

নিঃশ্বাসের সাথে লাফিং গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) গ্রহণ করলে তা ফুসফুস থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে দ্রুত মস্তিষ্কে পৌছায়। মস্তিষ্কে পৌঁছে এটি 'গ্লুটাবেট' ও 'গাবা' নামের দুটি রিসিপ্টারের সঙ্গে বন্ধন সৃষ্টি করে। এর মধ্য হতে গাবা রিসিপ্টার 'নিউরোট্রান্সিমিটার' নামক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বস্তু ক্ষরণ করায় হাসির উদ্রেক হয়।

নিজের গায়ের গন্ধ আমরা পাই না কেন?

মানুষের নাসারন্ধ্রে বিদ্যমান অলফ্যাক্টরি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকায় বাতাসের সঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র কণা নাকের এ সেলগুলোকে উদ্দীপিত করলে এ খবর মস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি এপিথিলিয়াম টিস্যু মস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকায় বাতাসের সঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র কণা নাকের এ সেলগুলোকে উদ্দিপীত করলে এ খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে গন্ধের ক্ষেত্রে তা নাকের নির্দিষ্ট অলফ্যাক্টরি টিস্যুগুলোকে উদ্দীপিত করে না বলে আমরা গন্ধ পাই না।

মানবসদৃশ রোবটের কারখানা চালু

তুরস্কের মধ্য আনাতোলিয়া অঞ্চলের কোনিয়া প্রদেশে প্রথম মানবসদৃশ রোবট কারখানা চালু হয়েছে।সফটওয়্যার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান একিনসফট নির্মিত একিনরোবটিকস ফ্যাক্টরি মানবসদৃশ রোবটের বড় পরিসরে উৎপাদন শুরু করে। 'অ্যাডা জিএইচ৫' নামের নতুন প্রজন্মের এ মানবসদৃশ রোবটটি শপিং মল, থিয়েটার, বিমানবন্দর, হাসপাতাল ও এমনকি বাসায় ব্যবহারের জন্য বানানো হবে। এ রোবটগুলো শুনতে, বলতে, গন্ধ নিতে ও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম।

সৌরজগতের প্রাচীনতম গ্রহ

সৌরজগতের ৮টি গ্রহের সবচেয়ে বড় গ্রহের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহ হিসেবেও বৃহস্পতিকে অভিহিত করা যায়। নতুন সমীক্ষায় এ তথ্যই জানান এক দল বিজ্ঞানী। রিপোর্টে তারা বলেন, সূর্য তৈরি হওয়ার মাত্র ১০ লাখ বছরের মধ্যে বৃহস্পতি তার মূল রুপ পরিগ্রহ করে। ফলে তাকে সৌর পরিবরিরের প্রথম সদস্য বলা যায়। এ হিসাবে পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি ৫ কোটি বছরের বড়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

মরহুম মনযূর উল করীম

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করছেন
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করছেন
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রাক্তন ও বর্তমান জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন
বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় কমিশনারবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে
উপস্থিত মরহুমের দীর্ঘদিনের সহকর্মীবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে
উপস্থিত মরহুমের দীর্ঘদিনের সহকর্মীবৃন্দ

মরহুম মনযূর উল করীম এর কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন স্কাউট সদস্যবৃন্দ

অষ্টাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট

আঞ্চলিক রোভার মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আঞ্চলিক রোভার মুটের মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আঞ্চলিক রোভার মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সাংসদ, গাজীপুর-২

আঞ্চলিক রোভার মুটের মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস

আঞ্চলিক রোভার মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রোভার স্কাউটবৃন্দ

আঞ্চলিক রোভার মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন করছেন অতিথিবৃন্দ

আঞ্চলিক রোভার মুটের মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে রোভার স্কাউটদের পরিবেশনা

আঞ্চলিক রোভার মুটের চ্যালেঞ্জে রোভার স্কাউটবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরাম

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের অংশগ্রহণকারী, কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

এপিআর প্রোগ্রাম সাব কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের অংশগ্রহণকারী, এপিআর আঞ্চলিক পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরাম

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, এপিআর সভাপতিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামে এপিআর সভাপতির নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের সনদ হাতে বাংলাদেশ স্কাউটসের অংশগ্রহণকারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে মৌচাক স্কাউট স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কাউটদের পরিবেশনা

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের অংশগ্রহণকারী, কর্মকর্তাবৃন্দের নন্দন পার্ক ভ্রমণ

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে টিটিএল স্কাউটদের পরিবেশনা

প্রথম এপিআর এডুকেশন ফোরামের ইন্টারন্যাশনাল নাইটে বিভিন্ন দেশের ট্রাডিশনাল ড্রেস

মুন্সীগঞ্জকে স্কাউট জেলা ঘোষণা

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণার প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) ও জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) ও জেলা প্রশাসক

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ

মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাব স্কাউটবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ময়মনসিংহ অঞ্চলের কর্মকর্তা ও স্কাউটদের মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

র‍্যাম্বলিংয়ে অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট সদস্যবৃন্দকে বিদায় জানাচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

টিটিএল সদস্যদের মাঝে এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চল ও বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা

সাতক্ষীরা জেলা রোভারের মেট কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

নীলফামারীতে জেলা রোভার কর্তৃক আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটবৃন্দ

গাজীপুর এর ইকবাল সিদ্দিকী কলেজের রোভার স্কাউট গ্রুপের শিক্ষার্থীদের দীক্ষা অনুষ্ঠান

ফরিদপুর জেলা স্কাউটস এর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ক্যাম্পিং

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শাপলা কাব স্কাউট অ্যাওয়ার্ড মৌখিক মূল্যায়ন কার্যক্রম

ডেস্কটপ পাবলিশিং রিফ্রেসার্স কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

কুমিল্লা মডেল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠান

সিলেটে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কাব স্কাউটবৃন্দ

প্রথম কাপ্তাই জেলা নৌ সমাবেশ

কিশোরগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার দলের তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

ময়মনসিংহ অঞ্চলের তৃতীয় ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা গ্রহন অনুষ্ঠান

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জিস্যাট-এর সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার, অডিটর ও প্রফেশনাল এক্সিকিউটিভবৃন্দ

ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটসের আয়োজনে ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের জন্য আয়োজিত ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং)

কুড়িগ্রাম জেলা রোভার কর্তৃক আয়োজিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

জেলা নৌ সমাবেশের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কিশোরগঞ্জের স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধায়স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

ভারত-ভূটান শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ স্কাউটস গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে ১০জন সদস্যের একটি টিম ২৪-৩১ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও ভুটানে শিক্ষা সফর অংশগ্রহণ করে।

২৪ জুলাই ২০১৭ বিকাল ৩টায় জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব নাজমা শামস, প্রাক্তন সভাপতি, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনাব আবু মোতালেব খান (যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং জনাব ফাহমিদা, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং)। বাংলাদেশ স্কাউটসের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর থেকে আমাদের যাত্রার শুভ সূচনা করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় সদর দফতর থেকে কল্যাণপুর বাস স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। রাত ৮:৩০ মিনিটে কল্যাণপুর বাস স্টেশন থেকে এসআর পরিবহনে সড়ক পথে বুড়িমারী স্থল বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু আরম্ভ হয়। ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখ সকাল ৯টায় বুড়িমারী বন্দরে পৌছি। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সকাল ১০:৩০ মিনিটে ভারতের চ্যাংড়াবান্দা বর্ডার অতিক্রম করে মানি এক্সচেন্স করে দুপুর ১২টায় সড়ক পথে ভারত-ভুটান বর্ডার জয়গাও এর উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করি। বিকাল ৩:৫০ মিনিটে জয়গাও পৌছে ভারত বর্ডার ইমিগ্রেশন সমপন্ন করে ৪:৩০ মিনিটে ভূটান বর্ডার

পুরশিলিং-এ ইমিগ্রেশনের জন্য উপস্থিত হই। সেখানে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার কিছু ভুলের কারণে আমাদের প্রায় ১:৩০ মিনিট সময় নষ্ট হলে আমরা পুরশিলিং-এ রাত্রিযাপন করি। Hotel Peljorling-এ আবাসন গ্রহণ করে পুরশিলিং শহর পরিদর্শন করে রাতের খাবার শেষে রাত্রিযাপন করি।

২৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখ সকাল ৭টায় ভুটানের রাজধানী থিম্পুর উদ্দেশ্যে সড়ক পথে যাত্রা আরম্ভ করি। পাহাড়ের গা ঘেষে আকাঁ বাঁকা পাহাড়ী পথ ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য পেরিয়ে দুপুর ২:৩০ মিনিটে থিম্পুতে পৌছে ভূটান স্কাউট এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় Harmony Youth hostel, Department of Youth & Sports, Ministry of Education-এ আবাসন গ্রহণ করি। সুউচ্চ পাহাড় ও সাদা মেঘের কোলাকুলিতে পুরো দেশটি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সকলের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। ভুটানে সুউচ্চ পাহাড়গুলি স্তরে স্তরে এমনভাবে সজ্জিত হয়ে আছে যা না দেখলে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অজানাই থেকে যেত। পাহাড়ের গা ঘেষে একদিকে রাস্তা এবং রাস্তার অপরদিকে নদী। আবার কোথাও পাহাড় বেয়ে পড়ছে ঝরণা। পাহাড়ের গা ঘেষে চলা রাস্তাটি খুব প্রশস্ত না হলেও বেশ ভাল। মাঝখানে সাদা দাগ। কোন গাড়ীর ড্রাইভারকেই হর্ণ বাজাতে দেখিনি। কোন হর্ণের আওয়াজ পাওয়া যায়নি। মনে হয়েছে যার যার পথে নিজ দায়িত্বে ছুটে চলেছে দিগন্তকে ছোঁয়ার জন্য।

■ চলবে...

■ লেখক: ফরিদ উদ্দিন
টীম লিডার ও সহকারী পরিচালক (জিআইএস ও এক্স: স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

খেলাধুলা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ভেন্যু

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ১৪০ বছরের ইতিহাসে মোট ২৩টি দেশে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে। এ ২৩টি দেশের মধ্যে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক খেলা হয়েছে ভারতে। ৭ নভেম্বর ২০১৭ ভারতের ৫০তম ভেন্যু হিসেবে অভিষিক্ত হয় গুয়াহাটির থিরুভানানথাপুরামের গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংখ্যায় ভারত যে কোনো দেশ থেকে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ২৩টি আন্তর্জাতিক ভেন্যু নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্রিকেটের জন্ম ইংল্যান্ড। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ম্যাচ হয়েছে ৮টি ভেন্যুতে।

JFA কাপ
অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ফুটবল

১০ নভেম্বর ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় JFA কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা ফুটবলের ফাইনাল খেলা।

চ্যাম্পিয়ন হয় ময়মনসিংহ ॥ রানার্সআপ হয় ঠাকুরগাঁও ॥ ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় টাঙ্গাইল ॥ সর্বোচ্চ গোলদাতা হয় রোজিনা আক্তার (ময়মনসিংহ); সর্বমোট গোল ১৪টি ॥ সেরা খেলোয়াড় হয় শামসুন্নাহার (ময়মনসিংহ) ॥ উদীয়মান খেলোয়ার হয় নিতি (টাঙ্গাইল) ॥ সেরা স্ট্রাইকার হয় সালমা খাতুন (ময়মনসিংহ)।

– টানা তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় ময়মনসিংহ।

PSL-এ ৪ বাংলাদেশী

পাকিস্তান সুপার লীগের (PSL) তৃতীয় আসরে অংশ নেবে ৪ বাংলাদেশী-সাকিবাাল হাসান, তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, ও মোস্তাফিজুর রহমান। সাকিব ও তামিম পেশোয়ারি জালামি, মাহমুদুল্লাহ কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স এবং মোস্তাফিজুর লাহোর কালান্দার্সের হয়ে অংশ নিবে।

বাংলাদেশ যুব গেমস

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ যুব গেমস। ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ এক যোগে ৬৪টি জেলায় উদ্বোধন করা হবে ৭ দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ের যুব গেমস। জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে পরবর্তীতে বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে বাংলাদেশ যুব গেমস। ২০১৮ সালের মার্চে ঢাকায়অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) আয়োজনে ২১টি ডিসিপ্লিনে (১৫টি ব্যাক্তিগত ও ৬টি দলীয়) অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের ক্রীড়াবিদরা বাংলাদেশ যুব গেমসে অংশ নিবে। ডিসিপ্লিনগুলো হল– ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, কাবাডি, হ্যান্ডবল, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, শুটিং, টেবিল টেনিস,স্কোয়াশ, কারাতে, তায়কোয়ান্দো, কুস্তি, জুডো, উশু, ভারোত্তোলন, বক্সিং, আরচারি ও দাবা।

-১৯৭২ সালের পর বাংলাদেশে আয়োজিত কোনো গেমসে প্রথমবারের মতো বাদ পড়ে সাইক্লিং।

লোগো ও মাসকট উন্মোচন

'চল যাই একসাথে আজ ঘরের বাহিরে, খেলার মাঠে খেলব সবাই নতুন জোয়ারে'- এ থিম সং দিয়ে শুরু হয় প্রথম বাংলাদেশে যুব গেমসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। এ গেমসকে সামনে রেখে ২৯ অক্টোবর ২০১৭ লোগো এবং মাসকট উন্মোচন করে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)।

বিগ ব্যাশে রুমানা-কুবরা

অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশের উইমেন লিগে সুযোগ পেয়েছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের দুই সদস্য- অধিনায়ক রুমানা আহমেদ ও অফস্পিনার খাদিজাতুল কুবরা। রুমানা খেলবেন ব্রিজবেন হিটজে এবং কুবরা খেলবেন স্টারসের হয়ে। ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে উইমেন বিগ ব্যাশের তৃতীয় আসর।

টি-১০ ক্রিকেট

১৪ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ শারজা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে নতুন ক্রিকেট ফরমেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ৬ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটার– সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান ও তামিম ইকবাল। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলো- কেরালা বিংস ॥ পাখতুনস ॥ বেঙ্গল টাইগার্স ॥ মারাঠা ॥ পাখনাতুস ॥ বেঙ্গল টাইগার্স ॥ মারাঠা অ্যারাবিয়ানস ॥ পাঞ্জাবি লিজেন্ডস ॥ কলম্বো লায়নস ॥ সাকিব আল হাসান কেরালা কিংস,মোস্তাফিজুর রহমান বেঙ্গল টাইগার্স এবং তামিম ইকবাল পাকতুনস দলের হয়ে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে।

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

এ বারের আয়োজন ৩৩তম ॥ সময়কাল: ৫ থেকে ৬ নভেম্বর-২০১৭ ॥ মোট প্রতিযোগী: ৪৩টি দলের ৩৫১ প্রতিযোগী ॥ মোট ইভেন্ট: ৩৩টি; ১৮-১৯ বছর বয়সীদের জন্য ১৩টি ইভেন্ট ॥ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP); ১৭টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ৫টি ব্রোঞ্জ।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

ছড়া-কবিতা

পণ
ইমরান নূর

পণ করেছি জীবন দেব দুঃখীজনের জন্য
মানুষ হয়ে জন্মে নেয়া তবেই- হবে ধন্য!
কাব বলে তো শপথ নিলাম
খোদার নামে বলে গেলাম
যা কিছু সব ভাল আমার সব নিয়ে নিক অন্য
পণ করেছি জীবন দেব আপন-পরের জন্য।

[মরহুম মনযূর উল করীম-এর ১৯৮৮ সালে লেখা এ কবিতাটি]

শীতের সকাল
লিটন কুমার চৌধুরী

শির শির হিমেল হাওয়া
দিচ্ছে কেবল উঁকি,
খড় বিছালীর উনুন জ্বালায়
দেখ খোকাখুকি।

শীতের সকাল হেঁসেল ঘরে
পিঠা তৈরীর ধুম,
উনুন তাপে তাতা শরীর
খুব পেয়ে যায় উম।

মায়ের হাতে পিঠাপুলি
নতুন রসের ঘ্রাণ,
খেতে খেতে আনন্দে তাই
জুড়িয়ে যায় প্রাণ।

বিজয়ের হাসি
মিজান রহমান

ফুল হাসে তরু হাসে হাসে যুবা বৃদ্ধ
থেমে গেছে অবিনাশী ন'মাসের যুদ্ধ
দোয়েলে দেয় শিষ ঘুঘু করে গান
পদ্ম-শাপলা হাসে ভুলে অভিমান।

হাটে মাঠে গঞ্জে ঘাটে বিজয়ের সুর
বালকেরা গোলাছুটে দূর বহুদূর
ঝাউ বনে হাঁকে জোড়ে হুক্কাহুয়া
মিলায়েছে সেই সুর দখিনা হাওয়া।

জুলেখাবানু হাসে মুছে আঁখি জল
প্রেয়সীর চোখে মুখে বেদনার ঢল
বিন্নি চিতই মোয়া মুটকিতে নুয়ে
মুক্তমনে দেয় মায়ে উঠানে চড়ায়ে।

খুকু হাসে খোকা হাসে লিখে দেয় চিঠি
আকাশে উড়ায়ে ঘুড়ি নীলাকাশে দিঠি
চিঠি উড়ে নতুনের আকাশের পানে
গোটা দেশ হাসে আজ বিজয়ের গানে।

ডায়াবেটিস থেকে বাঁচাবে যে ১৫ খাবার

পূর্ব প্রকাশের পর:

৮. অ্যাভোকাডো
মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার ফল অ্যাভোকাডো। তবে চাষ করলে আমাদের মাটিতেও ফলান যায় এই ফল। ভেষজ চিকিৎসায় অ্যাভোকাডো যেন সর্ব রোগের মহা ওষুধ। অ্যাভোকাডো শরীরের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এমনকি এটি হৃদরোগের বিরুদ্ধেও লড়াই করে।

৯. চা
চা এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি পানীয়। গ্রিন-টি বা সবুজ চা কিংবা রং চা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী। তবে, চায়ে চিনি মেশানো যাবে না।

১০. আপেল
কথায় আছে ‘এন আপেল এভরিডে, কিপস দ্যা ডক্টর অ্যাওয়ে’ অর্থাৎ- প্রতিদিন একটি আপেল খান, আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। আপেল রোগ প্রতিরোধক ও পুষ্টিকর একটি ফল। আপেলে শর্করা প্রায় ৫০ শতাংশ। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ও রক্তে কোলেস্টরল এর মাত্রা স্থির রাখে।

১১. রসুন
রসুনের উপকারিতা অনেক। রান্নার পাশাপাশি রসুন স্বাস্থ্য ভালো রাখার ওষুধ হিসেবেও কাজ করে। রসুন কোলেস্টরল এর মাত্রা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

১২. পালং শাক
পালং শাক অনেক পুষ্টিকর। এতে আছে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট। তাজা এবং অল্প সেদ্ধ করে খেলে বেশি এন্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। পালং শাক ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক উপকারী। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সবচেয়ে সুপরিচিত খাবার এর মধ্যে রয়েছে পালং শাক।

১৩. ডার্ক চকলেট
আপনারা ভাবছেন চকলেট তাও আবার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য? হ্যাঁ ডার্ক চকলেট ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। কেননা এতে মিষ্টির পরিমাণ অনেক কম থাকে। এটি শুধুমাত্র এন্টিঅক্সিডেন্ট পূর্ণ নয়। এটি শরীরে ইনসুলিন এর মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪. দারুচিনি
দারুচিনিতে সামান্য পরিমাণ প্রোটিন থাকে তাছাড়া এতে আছে প্রচুর মিনারেল ও ভিটামিন। এটি রক্তে কোলেস্টরল এর পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এটি হৃদয় সুস্থ রাখে। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

১৫. মিষ্টি আলু
আলু আমরা সবাই কম বেশি খেতে পছন্দ করি। যেমন আলুর দম, আলু ভাজি, আলুর চিপস। আলু দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবার খেতেই দারুণ মজা লাগে। সাধারণত সাদা আলু দিয়ে এসব তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু মিষ্টি আলু নামক একটি আলু আছে যার অনেক গুণাবলি আছে। যেমন এটি ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে ইনসুলিন এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অগ্রদূত ডেস্ক

তাক লাগানো এক ডজন দেশীয় উদ্ভাবন

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) মূলত সায়েন্স ল্যাবরেটরি নামে পরিচিত। সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত কয়েকটি পণ্য ও প্রযুক্তি তাক লাগিয়ে দিয়েছে। জেনে নিন এমনই ১২টি উদ্ভাবনের কথা।

০১. সোলার ফার্ম হ্যাট

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এটি পরিচিত মাথাল হিসেব। কাঠফাটা রোদ্দুর থেকে বাঁচতে গ্রামের কৃষকরা ব্যবহার করেন এটি। তবে সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত এ মাথাল কৃষকদের মাথায় কোমল বাতাসও দিবে। এই মাথালের ভেতরের এলইডি বাতিগুলো রাতের বেলা ঘরেও আলো দিবে। আর এ সব যুক্ত আছে মাথালের উপরের ছোট ছোট সোলার প্যানেলের সঙ্গে।

০৩. সোলার ওভেন

এই ওভেন ব্যবহারের জ্বালানি খরচ নেই একেবারেই। রোদের তাপেই এ ওভেন দিয়ে রান্নাবান্নাসহ খাবার গরমও করা যাবে।

০৪. স্পিরুলিনা

স্পিরুলিনা হলো অতিক্ষুদ্র নীলাভ সবুজ সামুদ্রিক শৈবাল যা সূর্যালোকের মাধ্যমে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, লৌহ ও একাধিক খনিজ পদার্থ। সাধারণ খাদ্য হিসেবে তো বটেই নানা রোগ নিরাময়ে মূল্যবান ভেষজ হিসেবে দেশে-বিদেশে স্পিরুলিনার প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

০২. সোলার চার্জিং ব্যাকপ্যাক

স্মার্টফোনের এই যুগে সবাই কম বেশি ভোগেন চার্জ নিয়ে। সেক্ষেত্রে সঙ্গে থাকা ব্যাকপ্যাকটিই যদি চার্জার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাতে সুবিধাটাই বেশি। সায়েন্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা এমনই এক ব্যাকপ্যাক আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে চার্জ করা যাবে সেলফোন। ব্যাকপ্যাকে থাকা সোলার প্যানেল থেকেই চার্জ হবে সেলফোন।

০৫. নানা হারবাল পণ্য

বিসিএসআইআর-এর বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন নানারকম হারবাল পণ্য। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম ও অ্যালোভেরার তৈরি হারবাল হ্যান্ডওয়াশ, ত্বক উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় করার জন্য অ্যালোভেরা জেল ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অ্যালোভেরা ভ্যানিশিং ক্রিম, অ্যালোভেরা বডি লোশন, অ্যালোভেরা লেমন ড্রিংক, হারবাল তুলসি চা, অ্যালোভেরা টুথপেস্ট, অ্যালোভেরা শ্যাম্পু, লেবুর পাতার তৈরি শেভিং লোশন ইত্যাদি।

০৬. বায়োগ্যাস প্লান্ট

দু'ধরনের বায়োগ্যাস প্লান্ট উদ্ভাবন করেছেন সায়েন্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা। একটি ফিক্সড ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং অন্যটি ফাইবার গাস বায়োগ্যাস প্লান্ট। জ্বালানি সংকটের এই যুগে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এসব বায়োগ্যাস প্লান্ট বেশ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.১১.২০১৭ ॥ বুধবার
- ঢাকায় ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স (CPC) শুরু।
- ভোলার নতুন আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু।

০২.১১.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
- আন্তঃব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT) -এর উদ্বোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

০৫.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- রংপুর সিটি করপোরেশন (রসিক) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (EC)।
- সারা দেশে হাইড্রোজেন হর্ন বন্ধের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

০৬.১১.২০১৭ ॥ সোমবার
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীদের মধ্যে ১৩ দিনব্যাপী যৌথ প্রশিক্ষণমূলক অনুশীলন 'সম্প্রতি ৭' ভারতের মেঘালয়ের মিজোরাম রাজ্যে শুরু।

০৮.১১.২০১৭ ॥ বুধবার
- খুলনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌঘাঁটি বানৌজা তিতুমীরের নেভাল বার্থে যুদ্ধজাহাজ 'দুর্গম' ও 'নিশান' ও হালদার আনুষ্ঠানিক কমিশনিং সম্পন্ন।

১০.১১.২০১৭ ॥ শুক্রবার
- সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমান (এস কে) সিনহা।

১২.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- দশম জাতীয় সংসদের ১৮তম অধিবেশন শুরু হয়।

১৪.১১.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
- প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় UNESCO-কে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস।

১৬.১১.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
- খুলনা-কলকাতা রেল রুটে 'বন্ধন এক্সপ্রেস' বাণিজ্যিকভাবে চালু।
- বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী তৃতীয় ঢাকা লিট ফেস্ট শুরু।

২০.১১.২০১৭ ॥ সোমবার
- জাতীয় সংসদে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৭' পাস।

২৩.১১.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
- রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমারের নাইপিদোতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

২৬.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- ২০০৯ সালের পিলখানায় সংঘঠিত বিডিআর হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দু'দিনব্যাপী রায় প্রদান শুরু।

২৭.১১.২০১৭ ॥ সোমবার
- বঙ্গোপোসাগরে প্রথমবারের মতো দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া IMMSAREX-১৭ শুরু।

৩০.১১.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার
- তিনদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন খ্রিস্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস।

বিদেশের খবর...

০১.১১.২০১৭ ॥ বুধবার
- 'পাহাড়ের প্রভু' নামে পরিচিত কুর্দি নেতা মাসুদ বারজানী ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কুর্দিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

০৪.১১.২০১৭ ॥ শনিবার
- সৌদি আরবে দুর্নীতি দমনে ব্যাপক ধরপাকড়।

০৫.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- অর্থপাচার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত প্যারাডাইস পেপার্স নামক আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশ।

১২.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- ইরাক ও ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় আঘাত হানে ৭.৩ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প।

১৩.১১.২০১৭ ॥ সোমবার
- নিজস্ব প্রতিরক্ষা জোট PESCO গঠনের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ২৩টি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

১৪.১১.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারের নিয়ন্ত্রণ নেয় দেশটির সেনাবাহিনী।

১৮.১১.২০১৭ ॥ শনিবার
- চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

২১.১১.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার
- পদত্যাগ করেন জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে।

২২.১১.২০১৭ ॥ বুধবার
- বসানিয়ার সাবেক সার্ব বাহিনীর প্রধান রাতকো ম্লাদিচকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক ট্রাইব্যুনাল ICTY।

২৪.১১.২০১৭ ॥ শুক্রবার
- মিসরের উত্তরাঞ্চলীয় সিনাই প্রদেশের এল আরিশ নগরীর পশ্চিমে বির আল-আবেদ এলাকার আল রাওদাহ মসজিদে সন্ত্রাসীদের বোমা বিস্ফোরণ ও গুলিতে তিন শতাধিক নিহত।

২৬.১১.২০১৭ ॥ রবিবার
- নতুন সংবিধানে অনুযায়ী ১৮ বছর পর নেপালে সাধারণ নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকায় দিনব্যাপী ০২ টি স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৭০ জন বিসিএস কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, এলটি কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা এর রেক্টর জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এলটি, অন্য একটি কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির ৫১তম সভা

২২ ডিসেম্বর ২০১৭ শুক্রবার সকাল ১০টায় বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর এর শামস হলে জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির ৫১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির সভাপতি ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, এলটি। জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব আখতারুজ্জামান খানসহ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) সহ জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির প্রায় ২৫ জন সদস্য উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এলটি ও এএলটি নিয়োগ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২২ ডিসেম্বর ২০১৭ বিকাল ৩টায় জাতীয় সদর দফতরে এলটি ও এএলটি নিয়োগ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় ১১ জন এলটি ও ১৫ জন এএলটি অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন এলটি সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ষান্মাসিক মূল্যায়ন সভা

২২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সকাল ১১:৩০টায় জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে প্রশিক্ষণ বিভাগের ষান্মাসিক মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন এলটি।বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও আঞ্চলিক পরিচালক এবং উপ পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিগত ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়।

ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ব্যবস্থাপনায় ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনে "ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং" বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ৩৫ জন লিডার অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, মার্কেটিং ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ সাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, মার্কেটিং ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ স্কাউটস।

ওয়ার্কশপে ইমেজ অ্যান্ড ব্রান্ডিং, স্কাউটিং গ্রোথ, স্কাউটিং এর গ্রোথ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, স্কাউটিং মার্কেটিংয়ের জন্য কাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম বিষয়ে এবং স্কাউটিংয়ের গুনগত মানবৃদ্ধির কৌশল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, মার্কেটিং ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ স্কাউটস। ইমেজ, ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ সাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, মার্কেটিং ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ স্কাউটস। ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া, ট্রাডিশনাল মিডিয়া চ্যানেল, স্কাউটিং কার্যক্রমে ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া কিভাবে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের ট্যালেন্ট সার্চ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের “ট্যালেন্ট সার্চ” প্রতিযোগিতা-এর আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে। মোট ৪৭ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট অভিনয়, গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন ও হস্তশিল্প বিষয়ে অংশগ্রহণ করে।

এক্সটেনশন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমুল হক প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আরশাদুল মুকাদ্দিসসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সংগীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট জহিরুল ইসলাম, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র। হস্তশিল্পে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট তানিয়া মোস্তাকিন, সরকারি বাক ও শ্রবণ বিদ্যালয়। কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট দীপন্কর দে তীর্থ, সুইড বাংলাদেশ। চিত্রাংকনে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট তানিয়া মোস্তাকিন, সরকারি বাক ও শ্রবণ বিদ্যালয়। অভিনয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট ফেরদৌসী আক্তার, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র এবং নৃত্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট ফারজানা তানজিয়া ইথু, সুইড বাংলাদেশ।

ডেস্কটপ পাবলিশিং রিফ্রেসার্স কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ২ দিনব্যাপী ডেস্কটপ পাবলিশিং বিষয়ক রিফ্রেসার্স কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সে ২৪ জন রোভার স্কাউট ও ইয়াং ইউনিট লিডার অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে ফটোপশপ, ইলাস্ট্রেটর ও ইনডিজাইন সম্পর্কে বিস্তারিত অনুশীলন করা হয়। লোগো তৈরি, ভিজিটিং কার্ড ও ব্যানারের ডিজাইন তৈরি করা হয়। জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডীদের মৌখিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের পরিচালনায় ২৭ ডিসেম্বর সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় কাব স্কাউটদের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডীদের মৌখিক মূল্যায়ন কার্যক্রম। দেশের ৪৭টি স্থানে ১৬০৫ জন কাব স্কাউট মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটসের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইতোপূর্বে যেসকল কাব স্কাউট লিখিত মূল্যায়ন ও সাঁতার কার্যক্রমে সাফল্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে সে সকল কাব স্কাউট এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

ডিজেস্টার রেসপন্স এক্সাসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ (DREE)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ইউ.এস আর্মি প্যাসিফিক কমান্ড-এর যৌথ আয়োজনে ০৮ থেকে ১২ অক্টোবর ২০১৭, আর্মি গলফ গাডেন, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ-এ অনুষ্ঠিত হয় ৮ম ডিজেস্টার রেসপন্স এক্সাসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ (DREE) ২০১৭। DREE ২০১৭-এ বাংলাদেশসহ মোট দশটি দেশ অংশগ্রহণ করে (বাংলাদেশ, চায়না, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা, পিলিফাইনস, সিংগাপুর, ইউ.কে এবং ইউ.এস.এ)। DREE ২০১৭ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ্ কালাম, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশের দুর্যোগ বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মহসীন, যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প, বাংলাদেশ স্কাউটস।

বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ০৬ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন– ১. মোঃ আকতার হোসেন, সহকারী পরিচালক (আইসিটি) বাংলাদেশ স্কাউটস; ২. মোঃ আওলাদ হোসেন মারুফ, রোভার স্কাউট লিডার, মৌচাক ওপেন স্কাউট গ্রুপ, গাজীপুর; ৩. মোঃ আলআমিন কবির পিআরএস, রোভার স্কাউট লিডার, ফ্রেন্ডস ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা; ৪. মোঃ নাজমুল হক টিটু, সম্পাদক, ঢাকা জেলা রেলওয়ে; ৫. মোঃ নজরুল ইসলাম এলটি, ঢাকা জেলা নৌ স্কাউটস এবং ৬. মাশহরুলু হক রাজন, ঢাকা জেলা এয়ার স্কাউটস।

DREE ২০১৭-এ ভূমিকম্পের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ তাদের নিজ দেশের দুর্যোগের তথ্য ও দুর্যোগ বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট, কমিউনিটি ভলেনটিয়ার, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সমূহের করণীয় কি হতে পারে সে বিষয়ে গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা হয়। একই সাথে দুর্যোগের সময়ে শহর, গ্রাম, শিল্প অঞ্চল, আবাসিক এলাকা, অফিস এলাকা, মহিলা ও শিশু, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতিসংঘ ও আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা, বিদেশী নাগরিকদের জন্য কি করণীয় ইত্যাদি নিয়ে গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা ও উপস্থাপন করা হয়।

১১ অক্টোবর ২০১৭ ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর, ঢাকায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মহড়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভার ও বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা রোভার হতে ৪০ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। মহড়ায় রোভার স্কাউটরা সার্চ এন্ড রেসকিউ সেল, আইডিপি এন্ড রিলিফ ম্যানেজমেন্ট সেল, ডেড বডি ম্যানেজমেন্ট সেল, সিকিউরিটি এন্ড মোব কন্ট্রোল সেল এবং ডেব্রিজ ম্যানেজমেন্ট সেল সমূহে কাজ করে।

DREE ২০১৭-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার, নৌ, এয়ার ও রেলওয়ে অঞ্চলের ১১ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আওলাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

মুন্সীগঞ্জকে স্কাউট জেলা ঘোষণা

২২ ডিসেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ জেলাকে স্কাউট জেলা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

স্কাউট জেলা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) এবং চেয়ারম্যান, পর্যটন কর্পোরেশন, জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। সভাপতিত্ব করেন জনাব সায়লা ফারজানা, জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মুন্সীগঞ্জ জেলা ও জেলা রোভার।

মহিলা শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন উপজেলা থেকে বাচাই করা মহিলা শিক্ষকদের নিয়ে স্কাউট শাখায় ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আরও দুইটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর জেলা স্কাউট ভবনে এ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সগুলোতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ ফজলুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা নাদিরুজ্জামান, জেলা গার্ল গাইডের সহকারী কমিশনার ও কিশোরগঞ্জ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহনাজ কবীরসহ ১৩৬ জন। মহিলাদের একটি কোর্সে ৫৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (বিধি ও গ্রোথ) অ্যাডভোকেট আহছানুল মোজাক্কির এলটি, জেলা রোভার স্কাউটসের কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ চৌধুরী এলটি, বাংলাদেশ স্কাউটসের সহকারি পরিচালক সুধীর চন্দ্র বর্মন, জেলা স্কাউট সম্পাদক হুমায়ুন কবীর, জেলা স্কাউট লিডার অ্যাডভোকেট স্বপন কুমার সরকার প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: আব্দুল আউয়াল
সহকারি কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)
কিশোরগঞ্জ জেলা স্কাউট

নদী ভাঙ্গন এলাকায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রচারণা

বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলা বিগত ০৩ নভেম্বর ২০১৭ ফরিদপুর উপজেলার মাঝ পদ্মা বালুচরে গড়ে উঠা ভূঁইয়া ডাঙ্গী নদী ভাঙ্গন এলাকায় ১০০ বাড়ীতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

কার্যক্রম অংশগ্রহণ স্কাউটার মোসলেউদ্দিন আহম্মেদ, স্কাউটার মোঃ জাহাঙ্গীর মন্ডল এবং স্কাউটার আব্দুল মালেক মুন্সি। তাদের সহযোগিতা করেন স্কাউটার এম.এম শহীদুর রহমান, স্কাউটার মোঃ মুজিবর রহমান, স্কাউটার লিপিকা সাহা, স্কাউটার মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার শাকিলা ইয়াছমিন, সহকারী পরিচালক, ব জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, জনাব মোঃ ইউছুপ আলী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন স্কাউট এবং ২৫ জন গার্ল-ইন স্কাউট অংশগ্রহণ করে। যে সকল বিষয়ে বার্তা দেয়া হয়–

১. খাবার তৈরির আগে দুই হাত একসঙ্গে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন;
২. শাক-সবজি কোটা ও রান্নার আগে অবশ্যই নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিন;
৩. কাঁচা ফলমূল খাবার আগে অবশ্যই নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিন;
৪. খাবার পরিবেশনের আগে দুই হাত সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিন;
৫. খাওয়ার আগে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন;
৬. কোন অবস্থাতেই খোলা এবং বাসী পচাঁ খাবার খাবেন না;
৭. অবশ্যই খাবার ও পানি সবসময় ঢেকে রাখুন;
৮. স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ল্যাট্রিনে যেতে হবে;
৯. ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর ল্যাট্রিনে প্রচুর পরিমানে পানি ঢালুন।
১০. ল্যাট্রিন থেকে ফিরে দুই হাত সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিন;
১১. শিশুকে শৌচকার্য করানোর পর দুই হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে;
১২. সপ্তাহে একবার হাত ও পায়ের বাড়তি নখ কেটে ফেলুন;
১৩. আপনার ছোট ছেলে-মেয়েদের বাড়াতি নখ নিয়মিত কেটে দিন;
১৪. ছোট ছেলে- মেয়েদের সকালে ঘুম থেকে উঠার পর এবং রাত্রে খাবার পর দাঁত মাজার অভ্যাস গড়ে তুলুন;
১৫. হাত মুখ ধোয়া ওযুর কাজে জীবানু মুক্ত পরিস্কার পানি ব্যবহার করুণ;
১৬. প্রতিদিন পরিস্কার পানি দিয়ে গোসল করা উচিত;
১৭. শরীরের ময়লা আঁচল দিয়ে মুখ মোছালে শিশুর পেটের অসুখ, ডায়রিয়া হতে পারে;
১৮. পরিস্কার কাপড়- চোপড় পরিধান করা করুন;
১৯. বিছানাপত্র, আসবাবপত্র এবং ঘরের জিনিসপত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখতে হবে;
২০. রোগীর নোংরা বিছানাপত্র বা কাপড় নদী-পুকুর অথবা কোন পানির উৎসের কাছে ধোবেন না। এগুলো পানির উৎস থেকে দূরে একটি গর্ত করে পরিস্কার করুণ। পরে গর্তে ছাই বা মাটি চাপা দিন;
২১. বাড়ী ও উঠানোর ময়লা ঝাড়ু দিয়ে একটি নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন;
২২. নিয়মিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা-ই সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

■ খবর প্রেরক: মোহলেউদ্দিন আহম্মেদ
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জেলা

সৈয়দপুরে বেসিক কোর্স

২৮ অক্টোবর থেকে ০১ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দপুর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। একই ভেনুতে ভিন্ন কক্ষে ৫৪তম স্কাউট লিডার এবং ৮৪তম কাব লিডার বেসিক কোর্স দুটি অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দর ও প্রশিক্ষণোপযোগী পরিবেশে ৫৪তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাহাবুল আলম প্রামানিক এলটি। তাকে সহায়তা করেন আমিনুল ইসলাম এএলটি ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনার উপ-কমিশনার প্রোগ্রাম, বিনয় কুমার রায় এএলটি, মো. মজিবর রহমান এলটি, রওনক জাহান এএলটি, মো: আব্দুল মোন্নাফ, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার মি-তি শমিউল আলম, রওশন আলম ও জমসেদ আলী প্রমুখ কোর্সটিতে মোট ৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন তন্যোধ্য ০৬ জন মহিলা ছিলেন।

৮৪তম কাব স্কাউটে ইউনিটে লিডার বেসিক কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন কোহিনূর ইসলাম এএলটি তাঁকে সহায়তা করেন মুক্তালাল রায় ঈশোর এএলটি, নাজিরা ফেরদৌস চৌধুরী, আবু সায়েদ চৌধুরী, অপূর্ব চন্দ্র রায়, প্রভাস চন্দ্র, শাহানারা বেগম লাকি, মোস্তাফিজার রহমান এবং কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ মমিনুল ইসলাম। কোর্সে সর্বমোট ৫১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন-তার মধ্যে ১৭ জন মহিলা ছিলেন।

উভয় কোর্সের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান একই সাথে অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী গণ যৌথভাবে মহা তাঁবু জলসায় বিভিন্ন আইটেম পরিবেশন করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব পরিমল চন্দ্র সরকার। কোর্স দুটি নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর উপজেলার সৈয়দপুর পাইলট হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

লালমনিরহাটে ওরিয়েন্টশন কোর্স

৩১ অক্টোবর ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, লালমনিরহাট জেলার ব্যবস্থাপনায় জেলাধীন কালিগঞ্জ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় করিম উদ্দিন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪টি কক্ষে একই সাথে ৪টি "স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স" অনুষ্ঠিত হয়। ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ও ২৭১তম কোর্সের মধ্যে ২৬৮তম কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন বদরুল আলম এএলটি, তাঁকে সহায়তা করেন। সেকেন্দার আলী, এএলটি, শমসের আলী, পরেশ চন্দ্র।

২৬৯তম কোর্সের দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান মোছা: রাশেদা খানম, এএলটি ২৭০তম কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন। মোছা: আলেয়া খাতুন, এএলটি ২৭১তম কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন মোসা: ফরিদা ইয়াসমীন আরা ফেন্সি এএলটি ২৭১তম কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন। কোর্স গুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ার হোসেন খান, ক্ষিতিস চন্দ্র রায়, আবু সাঈদ, সহকারি পরিচালক, শফিকুল আলম রন্জু, শফিকুর রহমান, মোজ্জাম্মেল হক, ইসরাইল হোসেন প্রমুখ। অত্যন্ত আনন্দঘণ এই কোর্স সমূহের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট, মো: শফিকুল আরিফ, উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রেজাউল করিম, জেলা শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট আবু আশরাফ নূর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কালীগঞ্জ, আদিত নারী ও লাল মনিরহাট সদর, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) শফিকুল আলম রনজু, মো: আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কমিশনার কালিগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস, সম্পাদক কালিগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস, লালমনির হাট জেলা স্কাউটস সম্পাদক মোজাম্মেল হক, প্রধান শিক্ষক কে ইউপি উচ্চ বিদ্যালয় মো: খুরশিদুজ জামান প্রমুখ।

চারটি কোর্সে সর্বমোট ১৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সর্বমোট কোর্স লিডার গনের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন খন্দকার খায়রুল আলম।

নাগেশ্বরীতে কাব বেসিক কোর্স

১৯ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস নাগেশ্বরী উপজেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ৯২তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। কোর্সটি পরিচালনা করেন দেওয়ান মোছা. রাশেদা খানম। তাকে সহায়তা করেন মো. সেকেন্দার আলী, এএলটি, সুদীপ্ত বর্মন, আব্দুল হাই, লিয়াকত হোসেন ভূইঞা, আব্দুল মালেক সরকার, আজিজুল হক সরকার এবং অতুল প্রসাদ সরকার এলটি। কোর্সে সর্বমোট ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে ১৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

কুড়িগ্রাম জেলাধীন নাগেশ্বরী উপজেলার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই কোর্সে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি নাগেশ্বরী শংকর কুমার বিশ্বাস। আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে কোর্স পরিদর্শন করেন জনাব খন্দকার খায়রুল আলম এলটি। সমাপনী দিনে ক্যাম্প ফায়ার-এ বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

বালিয়াডাঙ্গীতে স্কাউট বেসিক কোর্স

২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ৫৭তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স।

কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন মো. আমিনুল ইসলাম এএলটি। তাঁকে সহায়তা করেন বিনয় কুমার রায় এএলটি, শিবু প্রসাদ এএলটি, শফিউর রহমান, একাডেমিক সুপার ভাইজার, ডোমার, আলেক চান, রশিদুল ইসলাম, হাবিবুর হাবিব ও ইকবাল হোসেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালিয়াডাঙ্গী ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়।

সমাপনী ও মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ। উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে মোট ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার খায়রুল আনম
লিডার ট্রেনার, কুড়িগ্রাম

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে উপজেলা ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস শাহজাদপুর উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় উপজেলার ইব্রাহীম পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩২৪ ও ৩২৫তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ নভেম্বর প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন শাহজাদপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিব সরকার, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর সহ-সভাপতি আবু তাহের মিয়া এলটি, সম্পাদক সরকার ছানোয়ার হোসেন এলটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার কামরুন নাহার লাকী। ২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাতাঁবু জলসার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় কোর্সের। শাহজাদপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিব সরকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদপুরের উপজেলা চেয়ারম্যান

প্রফেসার আজাদ রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমেদ। ৩২৪তম কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন সরকার ছানোয়ার হোসেন এলটি এবং ৩২৫তম কোর্সের কোর্স লিডার আবু তাহের মিয়া এলটি। দুই কোর্সে মোট ৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা
সিরাজগঞ্জ

অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের আয়োজনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

সিরাজগঞ্জ অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের আয়োজনে ইউনিট লিডার হাসিব উদ্দিন সেখের বাবা মরহুম হায়দার আলী সেখের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম অফিসে অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার হায়দার আলী, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সাধারন সম্পাদক মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট, ইউনিট লিডার দিলীপ গৌর, হাসিব উদ্দিন সেখ, ইমন আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো পত্রিকার সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি এনামুল হক খোকন, জ্ঞানদায়েনি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী, পিডাব্লিউডি এর নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা জলি, পিডাব্লিউডি এর কর্মকর্তা লুৎফুনেছা,

জেলা স্কাউটস এর নির্বাহী সদস্য মোঃ আইয়ুব। আলোচনা সভা শেষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও মিলাদমাহফিল পরিচালনা করেন ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মোঃ আব্দুল হালিম।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ

১ম কাব হলি ডে

জামালপুর জেলার চালাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব স্কাউট গ্রুপ এর কাব হলি ডে ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। কাব হলি ডে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২২ জন এবং ডে ক্যাম্প পরিচালনামন্ডলী ছিল ০৪ জন। অংশগ্রহণকারীদের চারটি ষষ্টকে ভাগ করা হয়। কোর্স স্টাফ হিসেবে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম সিএএলটি সম্পন্নকারী, স্কাউটার মো: শাহজাহান মোল্যা। কাব হলিডে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে চালাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব স্কাউট গ্রুপের সম্মানিত গ্রুপ সভাপতি রোকসানা বেগম উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন স্কাউটার মো: রাকিব উদ্দিন। আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের অন্যান্য শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সম্পাদক কাব স্কাউট আনিস। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন– স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করে। এ সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল নাগরিক তৈরি হতে পারে। ডে ক্যাম্পে স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। স্কাউট ওন পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। কাব অভিযান এর বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। কাব অভিযান করার পর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করা হয়। স্কাউটরা বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। সন্ধ্যায় তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবুজলসায় চারটি ষষ্টক মোট চারটি আইটেম উপস্থাপন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন।

৩য় স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, অঞ্চলের পরিচালনায় ৩য় স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আঞ্চলিক অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৪ জন এবং কোর্স স্টাফ ছিল ১০ জন। কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, এলটি, স্টাফ হিসেবে স্কাউটার স্বপন কুমার দাস, এলটি, স্কাউটার ফাতেমা আক্তার খাতুন, এলটি, স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, এএলটি, স্কাউটার মো: নুরুল আমিন, এএলটি, স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, উডব্যাজার (সিএএলটি সম্পন্নকারী), স্কাউটার হারুন অর রশীদ, উডব্যাজার, স্কাউটার মো: মোখলেছুর রহমান বাবুল উডব্যাজার, স্কাউটার সৈয়দা শাহানাজ রেখা, উডব্যাজার, কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে স্কাউটার মো: সোহেল রানা উডব্যাজার দায়িত্ব পালন করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিধি হিসেবে আঞ্চলিক কমিশনার এএসএম আব্দুল খালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপ পরিচালক স্কাউটার স্বপন কুমার দাস সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক সম্পাদক ও কোর্স লিডার স্কাউটার মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, এলটি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন- আজকের সমাজের সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে সবাইকে স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত হতে হবে। পাঁচদিনের স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সিডিউল অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কোর্সের ২য় দিনে স্কাউটস ওন, ৪র্থ দিনে হাইকিং অনুষ্ঠিত হয়। হাইকিং এ অংশগ্রহণকারীগণকে মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বনকলা করা হয়। ৫ম দিন রাতে মহাতাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহাতাঁবুজলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে সুইড বাংলাদেশের মহাসচিব, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন স্কাউটার মোঃ জামাল উদ্দিন আকন্দ, এলটি। পাঁচটি উপদলের মোট সাতটি আইটেম উপস্থাপন করা হয়। প্রধান অতিথি কর্তৃক সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে কোর্স সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

নালিতাবাড়ী উপজেলার নির্বাহী কমিটি পুনঃগঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, নালিতাবাড়ী উপজেলার ত্রৈ-বার্ষিক সাধারণ সভা ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ নালিতাবাড়ী উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, নালিতাবাড়ী উপজেলার সম্মানীত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরফদার সোহেল রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, জেলা স্কাউট সম্পাদক স্কাউটার মো: আইয়ুব আলী। ত্রৈ-বার্ষিক সাধারন সভা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন– এ ধরনের সংগঠনের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য। সকলকে তিনি একত্রিত হয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশ্বাস করেন।

সাধারন সভার দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। প্রথমে গত ২০১৬-২০১৭ সালের আয় ব্যয় এবং আগামী ২০১৭-২০১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে গঠন ও নিয়মের সংশ্লিষ্ঠ অংশ পাঠ করে শোনানো হয় এবং সে অনুযায়ী নির্বাহী কমিটি পুনঃগঠন করার জন্য নাম আহবান করেন। সভাপতি (পদাধিকার বলে) জনাব তরফদার সোহেল রহমান, কমিশনার (সুপারিশকৃত) জনাব মো: আমিনুর রহমান ও সম্পাদক জনাব মোঃ আবুল হোসেনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম সম্পাদক, গ্রুপ সভাপতি প্রতিনিধি পদেও কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কমিটি পুনঃগঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ত্রৈ-বার্ষিক সাধারন সভা গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে দেওয়ানগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, জেলা স্কাউট যুগ্ম সম্পাদক স্কাউটার শাহজাহান মোল্যা। ত্রৈ-বার্ষিক সাধারণ সভা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি নতুন কমিটি গঠনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা আশা করেন।

সাধারন সভার দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। প্রথমে গত ২০১৬-২০১৭ সালের আয় ব্যয় এবং আগামী ২০১৭-২০১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে গঠন ও নিয়মের সংশ্লিষ্ঠ অংশ পাঠ করে শোনানো হয় এবং সে অনুযায়ী নির্বাহী কমিটি পুনঃগঠন করার জন্য নাম প্রস্তাব আহবান করেন। সভাপতি (পদাধিকার বলে) জনাব জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, কমিশনার (সুপারিশকৃত) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সম্পাদক জনাব শাহ মোহাম্মদ তাপসকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম সম্পাদক, গ্রুপ সভাপতি প্রতিনিধি পদেও কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়।

১ম ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মালঞ্জ এম এ গফুর উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ এর ডে ক্যাম্প গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে স্কুল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। ডে ক্যাম্পে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৩২ জন এবং ডে ক্যাম্প পরিচালনামন্ডলী ছিল ০২ জন। অংশগ্রহনকারীদের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। কোর্স স্টাফ হিসেবে স্কাউটার মো: মোশারফ হোসেন উডব্যাজার, স্কাউটার মো: আবুল কালাম আজাদ উডব্যাজার। ডে ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলার জেলা স্কাউট লিডার আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও অন্যান্য শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সম্পাদক স্কাউটার মো: মোশারফ হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন– স্কাউটিং একটি ভাল সংগঠন। ছেলে মেয়েরা এ সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে আদর্শ নাগরিক তৈরি হতে পারে। ডে ক্যাম্পে স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন । স্কাউট ওন উদ্বোধন ঘোষণা করেন সহকারী পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। হাইকিং এবং সমাজ উন্নয়ন এর বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। হাইকিং করার পর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করা হয়। স্কাউটরা বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা মেরামত করে। সন্ধ্যায় তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবুজলসায় চারটি উপদলের মোট ছয়টি আইটেম উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

রোভার লিডার ওরিয়েন্টশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের আয়োজনে রোভার লিডার ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ নভেম্বর শনিবার সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যলয়ের শহীদ শামছুদ্দিন সম্মেলন কক্ষে এই কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি কামরুন নাহার সিদ্দীকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক সৈয়দ ইরতিজা আহসান, বগুড়া জেলা রোভারের সম্পাদক আব্দুস সামাদ,সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের কমিশনার মোঃ আমিনুল ইসলাম এলটি,সম্পাদক সামছুল আলম এ এলটি। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই কোর্স শেষ হয় বিকেল ৪টায়। কোর্সে জেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসার ৪৩ জন রোভার লিডার অংশ গ্রহন করেন। কোর্সের শেষে অংশগ্রহন কারিদের মধ্যে সনদ পত্র বিতরন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ

খুলনায় রিফ্রেসার্স কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা জেলা রোভার আয়োজিত রোভার নেতা রিফ্রেসার্স কোর্স ও মতবিনিময় সভা ১৩ অক্টোবর, ২০১৭ রোজ শুক্রবার সরকারি সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রোভার নেতা রিফ্রেসার্স কোর্স এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজ এর অধ্যক্ষ প্রফেসর প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর এলটি প্রফেসর মোহাম্মদ তারেক। এই কোর্সে খুলনা জেলা রোভার এর অন্তর্ভুক্ত সরকারি-বেসরকারি কলেজের রোভার নেতা ও গার্ল ইন রোভার নেতা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১ম অধিবেশন এ উপস্থিত সকলকে যে সকল রোভার নেতা বেসিক কোর্স সম্পন্ন তারা কিভাবে অ্যাডভান্স কোর্স ও স্কিল কোর্স এ অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং পরবর্তিতে উডব্যাজ অর্জন করা এবং এএলটি,এলটি হওয়া যায় সে বিষয়ে সেশন নেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের ৪টি উপদল এ বিভক্ত করা হয়।

সেশন পরিচালনা করেন মোঃ শেখ শামিনুর রহমান (উডব্যাজার), খালেদা বেগম (উডব্যাজার), মোঃ জিল্লুর রহমান (এলটি), জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার (এলটি)।

উক্ত কোর্স এ উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ডিআরসি আলহাজ্ব শিকদার রুহুল আমিন (এলটি), আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা রোভার এর কমিশনার প্রফেসর এ মজিদ খান, সম্পাদক জনাব তাপস কান্তি সমদ্দার (এলটি), জেলা রোভার নেতা জনাব শংকর কুমার সানা।

■ খবর প্রেরক: এস, এম, মাহফুজুল ইসলাম
সিনিয়র রোভারমেট, সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, খুলনা

আমরা শোকাহত

আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রয়াত উপদেষ্টা, প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মনযূর উল করীম ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি কবি ইমরান নূর হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। মরহুম মনযূর উল করীম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র, তথ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যোগাযোগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবেও ৫ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম মনযূর উল করীম বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে ৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "ব্রোঞ্জ উলফ" এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র " লাভ করেন। তিনি দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

লেখা আহবান

২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২৩৭তম সভায় "বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রয়াত উপদেষ্টা, প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম মনযূর উল করীম মহোদয়ের স্মরণে মাসিক অগ্রদূত এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগকে অনুরোধ করা হয়"।

উক্ত প্রেক্ষিতে মরহুম মনযূর উল করীম এর স্মরণে আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র অগ্রদূত এর 'মনযূর উল করীম স্মরণ' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংখ্যায় মরহুম মনযূর উল করীম এর স্কাউটিং ও কর্মময় জীবন সর্ম্পকে লেখা প্রকাশ করা হবে।

মাসিক অগ্রদূত 'মনযূর উল করীম স্মরণ' সংখ্যায় আপনার, আপনার পরিচিতজনের লেখা অথবা নিজ এলাকায় কেউ লেখা প্রদানে আগ্রহী হলে তাকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান হল।

লেখাসমূহ পাঠানো তারিখ: আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com

– সম্পাদক, অগ্রদূত

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট মো. আসিফুজ্জাম
সরকারি জুবলী উচ্চ বিদ্যালয়
পটুয়াখালী
বরিশাল অঞ্চল

স্কাউট সাদিয়া আলাম নাবা
কলকাকলী মুক্ত গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপ,
বাংলাদেশ স্কাউটস
পার্বতীপুর, রেলওয়ে জেলা

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

* স্থাপিত ক্ষমতা : ১৪৮০ মেগাওয়াট
* বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা : ১৪০১ মেগাওয়াট
* চলমান ইউনিট সমূহ : মোট ১০টি (স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

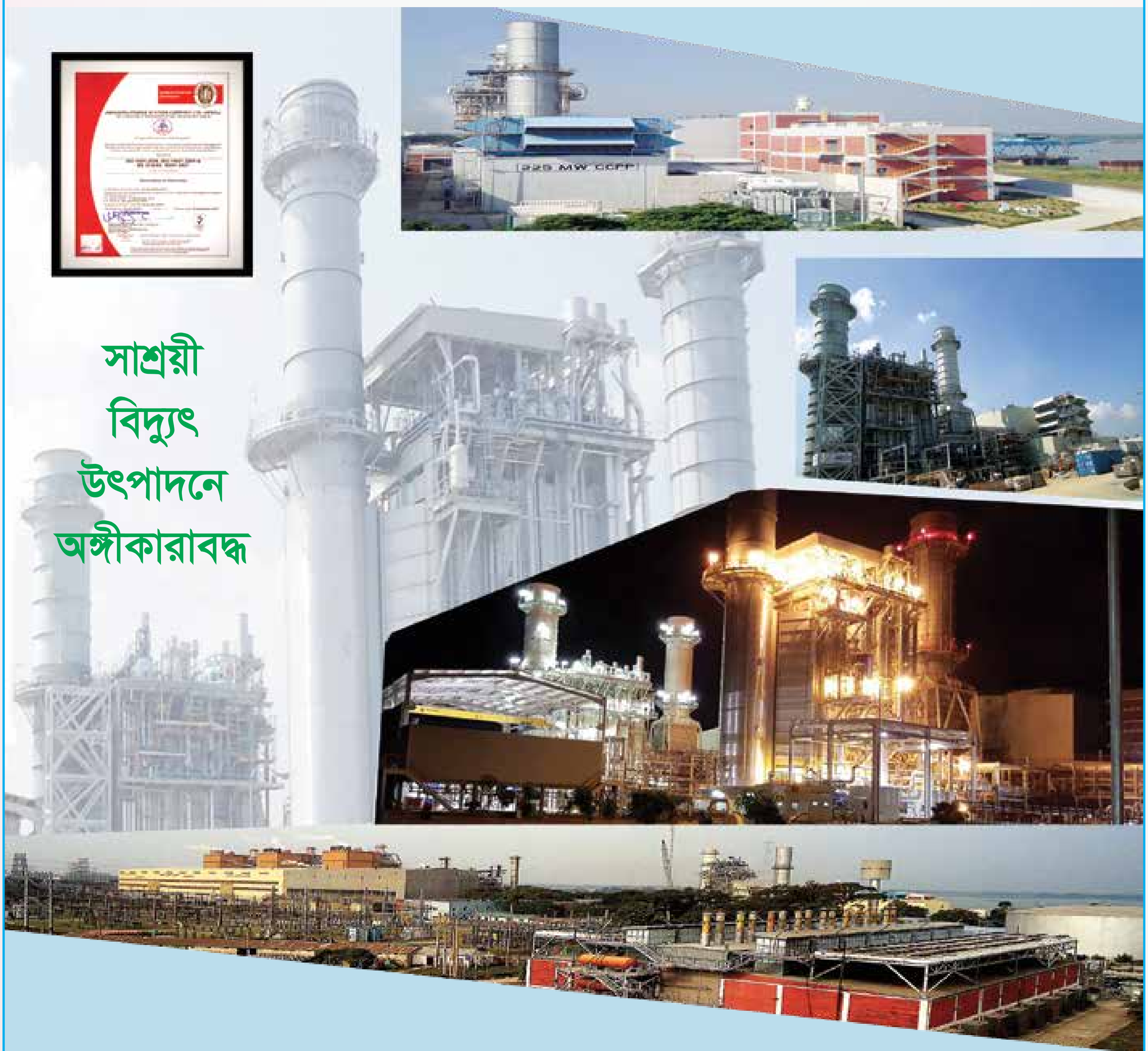

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ

ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪

E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 12, December-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578